CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 November, 2023 ■ আগরতলা ১০ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২৩ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হাতে গোনা দিন বাকি। তাই শ্যামা মাকে সাজিয়ে তুলতে চলছে মূর্তিপাড়ায় চরম ব্যবস্তা। ছবি- নিজস্ব।

রোমহর্ষক ঘটনা !

বাড়িতে প্রসবের পর সন্তানকে মৃত বলে নদীতে ভাসিয়ে দিল মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ নভেম্বর।। মৃত সন্তান প্রসবের পর পরই নিকটাত্মীয়ের সাহায্যে প্রথমে মাটি চাপা, এরপর নদীতে একদিনের কন্যা সন্তানের দেহ ভাসিয়ে প্রশ্নের মুখে মা, গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়াতে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় তেলিয়ামুড়া থানার ঢিল ছড়া দূরত্বে পুর পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ড শান্তিনগর এলাকার জনৈকা প্রিয়াঙ্কা ভৌমিক সন্তান সম্ভাবনা ছিলেন। আরো জানা গেছে হতদরিদ্র প্রিয়াংকার আগেও দুই সন্তান রয়েছে কিন্তু কোন কারনে তার স্বামীর সাথে সম্পর্ক বর্তমানে না থাকার কারণে সে বর্তমানে দুই অবুঝ সন্তান সহ মায়ের বাড়িতেই থাকে এবং তার মা অতি সম্প্রতি প্রয়াতা হয়েছেন।

এদিকে গতকাল প্রসব বেদনা শুরু হলেও প্রিয়াঙ্কা অজ্ঞাত কারণে সরকারি হাসপাতালে না গিয়ে বাড়িতেই তার কোন এক নিকট আত্মীয়ের দ্বারা রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ প্রসব করায়। প্রিয়াঙ্কার বক্তব্য অনুযায়ী সন্তান প্রসবের পর সে দেখতে পায় তার মৃত কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছে।

এর পরের ঘটনা রীতিমত রোমহর্ষক। অজানা কারণে সংশ্লিষ্ট ঘটনাকে চেপে দিতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা এবং তার সেই নিকট আত্মীয় মিলে রাতের আঁধারেই বাড়ীর অনতি দূরে মৃত শিশু কন্যাকে মাটিচাপা দিয়ে দেয় বলে প্রিয়াঙ্কার দাবি, কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরই প্রিয়াঙ্কা এবং তার নিকট আত্মীয় আরও আশ্চর্যজনকভাবে সংশ্লিষ্ট মৃতদেহটি পার্শবর্তী খোয়াই নদীর জলে ভাসিয়ে দেয় বলে জানিয়েছে খোদ প্রিয়াঙ্কা। এদিকে আজ ঘটনা আজ করতে পেরে এলাকাবাসীরা যখন প্রিয়াঙ্কাকে চেপে ধরে তখন প্রিয়াঙ্কা গর গর করে সবকিছু বলে দেয়। পাশাপাশি সে এটাও দাবি করে তার পরিকল্পনা ছিল সন্তান জন্মের পরেই গোলাবাড়ি এলাকার জনৈক ব্যক্তির কাছে তার সন্তানকে সে দিয়ে দেবে , যারা তার গর্ভকালীন অবস্থায় যাবতীয় দেখভাল করেছে বলেও জানা গেছে। চাঞ্চল্য জনক এই ঘটনার খবর এলাকাবাসী সূত্রে পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ঘটনার তদন্ত শুরু করে। শেষ সংবাদ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়ঙ্কার সেই নিকট আত্মীয় যার সহায়তায় অবৈধভাবে সন্তান প্রসব এবং এর পরবর্তী সময়ে বাচ্চার দেহকে গায়েব করার মত কার্য সম্পন্ন হয়েছে তাকে পুলিশ তুলে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। চাঞ্চল্যজনক এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তেলিয়ামুড়া জুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

বিলোনীয়া বিদ্যাসাগর কলেজে

দাবি পূরণ না হলে অনশন ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি এভিবিপি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৯ নভেম্বর।। আজ বিকেল সাড়ে চারটায় সরব হয়ে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে। মিছিলটি সংঘটিত হয় বিলোনিয়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যালয় প্রাঙ্গন থেকে, বিভিন্ন দাবির স্লোগানে সোচ্চার হয়ে মিছিলটি এগিয়ে আসে অধ্যক্ষের কক্ষের সামনে। এরপর সেখান অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে দশ থেকে বারো জনের প্রতিনিধি দল টি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে দাবি গুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

এরপর দাবির স্মারক লিপি প্রদান করে, বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় বার বার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাসের কাছে অবগত করার পর বিভিন্ন অজুহাতে নাকি জনজাতি ছাত্রী আবাস টি চালু করছে না, অথচ নির্মীয়মান এই আবাস টি কোন এক অজ্ঞাত কারণে সাত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও চালু হচ্ছে না বিভিন্ন অজুহাতে এমনই অভিযোগ রয়েছে।

এই ছাত্রী আবাস টি চালু করার দাবিতে সোচ্চার হলো। তবে দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে অনশন ধর্মঘট করা হবে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ছাত্র সংসদের নেতৃত্বরা।

এছাড়া এদিন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাস ছুটিতে থাকার কারণে ডেপুটেশন গ্রহণ করেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, তিনি বলেন নাইট গার্ড ও কুক ম্যান রিক্রুটমেন্ট না হওয়ার কারণে আবাসিক টি চালু করা যাচ্ছে না। এই ব্যাপারে ডিরেক্টর কেও জানানো হয়েছিল। আবার ও জানানো হবে বলে আশ্বস্ত করেন প্রতিনিধি দলকে।

লোকসভায় আজ পেশ হচ্ছে সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর, (হি.স.) : ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন কাণ্ডে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিষ্কারের পক্ষেই মত দিলেন লোকসভার এথিক্স কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য। মহুয়ার পক্ষে থাকলেন মাত্র চার জন সাংসদ।বিরোধিতা করলেন ছ'জন।

মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কারের জন্য সুপারিশ করে বুধবার খসড়া রিপোর্ট কমিটির সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান বিনোদ সোনকার। তার পর বৃহস্পতিবার এথিক্স কমিটির বৈঠক ডেকে ওই খসড়া রিপোর্ট নিয়ে সদস্যদের মতামত চাওয়া হয়।

সূত্রের খবর, রিপোর্ট অনুমোদনের পক্ষে তথা মহুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন ৬ জন সদস্য। বাকি চার জন সাংসদ খসড়া রিপোর্টের বিরুদ্ধে মত জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বসপা সাংসদ দানিশ আলি।

এথিক্স কমিটির রিপোর্টকে এবার চূড়ান্ত বলা যায়। মহুয়ার বিরুদ্ধে এই চূড়ান্ত রিপোর্ট শুক্রবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে পেশ করা হবে। লোকসভায় বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। বিজেপি ও এনডিএ-র শরিক নিয়ে সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিপুল। স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিটি সংসদীয় কমিটিতে সরকারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে ৩১৯ কিলো গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। রাজ্য থেকে নানা কৌশলে গাঁজা পাচার অব্যাহত রয়েছে। রাজ্য সরকার গাঁজা চাষ ও গাঁজা পাচার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও একাংশ অতি মুনাফা লোভিরা অধিক আর্থিক লাভালাভের কথা মাথায় রেখে গাঁজা চাষ এবং গাঁজা পাচার অব্যাহত রেখেছে।

রাজ্যে উৎপাদিত গাজা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আকাশপথ সড়কপথ ও রেলপথে নানাভাবে পাচার হচ্ছে। এমনকি পোস্ট অফিস এবং রেল পার্সেল এর মাধ্যমেও গাঁজা পাচারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই কৌশলে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে আগরতলা রেল স্টেশনে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা সহ এক গাঁজা পাচারকারী পুলিশ ও আরপিএফ এর হাতে ধরা পড়েছে। ঘটনা বুধবার বিকেল নাগাদ।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে পুলিশে জানিয়েছে তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর আসে রেলে পার্সেল এর মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ এবং আরপিএফ জোয়ানরা রেলের পার্সেল কাউন্টারের পার্শবর্তী এলাকায় ছয়টি কাটন সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে। সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ওই ব্যক্তি জানা এ কার্টুন এর ভিতরে ফিল্টার এবং মিক্সার গেন্ডার মেশিন রয়েছে।

সন্দেহবশত পুলিশ সেগুলি খুলে দেখতে পায় সেগুলির ভেতরে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা পাচারের চেষ্টা করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লরির চাকায় পিশে মৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ নভেম্বর।। ফের যান দুর্ঘটনা রাজ্যে। বৃহস্পতিবার লরির চাকায় পৃষ্ঠ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক যুবকের। তেলিয়ামুড়া টাউনহল সংলগ্ন এলাকার সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খবর দেয় দমকলবাহিনীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে দমকল বাহিনী। জনৈক পুলিশকর্মী জানিয়েছেন, তেলিয়ামুড়া টাউন হল সংলগ্ন অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে রাস্তায় নামলো জেলা কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। সাধারন মানুষের বিভিন্ন দাবিতে মাঠে নামলো সদর জেলা কংগ্রেস। আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি, সম্পদ কর বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

এদিন মূল্যবৃদ্ধি সহ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি , সম্পদ কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হল সদর জেলা কংগ্রেস কমিটি।

সেই সাথে ট্রাফিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার অভিযোগ এনে এবং যত্রতত্র ফ্ল্যাক্সের বিজ্ঞাপনে পরিবেশ দূষণের অভিযোগ এনেও এদিন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এদিন শহর আগরতলায় প্রতিবাদ মিছিল করা হয় সদর জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে। এই প্রতিবাদ মিছিল পরিক্রমা করে শহর আগরতলার বিভিন্ন পথ। এদিন কংগ্রেস নেতা প্রবীর চক্রবর্তী মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি এদিন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেন।

কবরস্থান দখলমুক্ত করার দাবিতে ওয়াকফ বোর্ড ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। শত বছর পুরাতন কবরস্থান দখল মুক্ত করার দাবিতে ওয়াকফ বোর্ড ঘেরাও করেছেন এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করে কবরসানকে নিরাপদে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবসা গ্রহণ করা হোক। তাঁদের দাবি পূরন না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন সামিল হবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন তাঁরা।

জনৈক এলাকাবাসীর অভিযোগ, ডুকলি ব্লকের অন্তর্গত বিক্রম নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মধ্য চম্পামুড়া কবরস্থান ১০০ বছর পুরনো। কিন্তু সম্প্রতি আচমকাই কবরসানে কালীমন্দির গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছেন কয়েকজন লোক। তাঁদের আরও অভিযোগ, এবিষয়ে একাধিক বার ওয়াকফ বোর্ডে আসলেও সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। তাই আজ কবরস্থান দখল মুক্ত করার দাবিতে ওয়াকফ বোর্ড ঘেরাও করেছেন এলাকাবাসী। র্পবতী সময়ে তাঁদের এক প্রতিনিধি দল ওয়াকফ বোর্ডে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন।

ধর্মনগর পুর পরিষদ

দীপাবলিতে ২৫ লাখ টাকার মোমবাতি প্রদীপ বিক্রির উদ্যোগ

লোকাল ফর ভোকাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে এ বছরও বেশ জাকজমকপূর্ণভাবে দীপাবলি উৎসব পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মনগরের বিভিন্ন ক্লাব দৃষ্টিনন্দন মন্ডপসজ্জা ও আলোকসজ্জার মধ্য দিয়ে উৎসব পালন করছে। আলোর উৎসব দীপাবলী ধর্মনগর এবং উদয়পুরের জন্য এক বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন উৎসব বলে বিবেচিত।

এই দীপাবলীর শ্যামাপূজাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরে চার থেকে পাঁচ দিন চলে মানুষের সমারোহ। শুধুমাত্র রাজ্যের নয় বহিরাজ্য থেকেও দলে দলে মানুষ এসে ভিড় করে ধর্মনগরের শ্যামা পূজার শৈল্পিক প্রদর্শনী দেখতে।

তাই পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে পুরপরিষদ প্রত্যেকের জাগ্রত এই শ্যামাপূজার দিনগুলি কেমন করে ধর্মনগরবাসী তথা পূজা দেখতে আসা রাজ্যের এবং বহি:রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা এবং শান্তি বজায় রেখে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রদান করা যায় তা নিয়ে।

শ্যামা পূজা দিনগুলিকে ভালোভাবে অতিবাহিত করার জন্য ধর্মনগর পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে শ্যামা পূজার দিনগুলিকে এবং দীপাবলীর জন্য ধর্মনগরবাসীকে অগ্রিম শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানান।

স্বচ্ছ দীপাবলি এবং প্লাস্টিক মুক্ত সবুজায়ন যুক্ত দীপাবলীর অঙ্গীকারবদ্ধতার কথা জানান। তাছাড়া আরো জানান পুরো পরিষদের অধীন স্বসহায়ক গোষ্ঠীর প্রায় দুই হাজার বোনেরা নিজেদের বানানো মোমবাতি এবং মাটির প্রদীপ নিয়ে ধর্মনগরে তিনটি কাউন্টার খোলা হয়েছে বিক্রয়ের জন্য। সবাই যেন এই কাউন্টার গুলি থেকে মোমবাতি এবং প্রদীপ ক্রয় করে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির লোকাল ফর ভোকাল এই স্লোগানকে সামনে রেখে মোট ২৫ লক্ষ টাকার মোমবাতি এবং প্রদীপ বিক্রয়ের পরিকল্পনা নিয়েছে ধর্মনগর পুর পরিষদ। তাছাড়া আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা কে কাজে লাগিয়ে সবার শুভেচ্ছা গ্রহণের জন্য তিনটি সেলফি পয়েন্ট এর ব্যবস্থা করেছে যেখানে পোস্টারে দেওয়া চিহ্ন কে স্ক্যান করে পুরো পরিষদ থেকে শুভেচ্ছার বিনিময়ে সার্টিফিকেট অনলাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কে রক্তাক্ত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ নভেম্বর।। প্রকাশ্য দিবালোকে জাতীয় সড়কে রক্তাক্ত এক অটো চালক। ঘটনা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়। আহত অটো চালকের নাম জয়নাল হোসেন। তার বাড়ি বিশালগড় থানাধীন রতননগর এলাকায়।

জানা যায় গাড়ি সাইড দেওয়াকে কেন্দ্র করে ঘটে এই ঘটনা। বৃহস্পতিবার দুপুরে জয়নাল হোসেন তার অটো রিক্সায় বেদে আরেকটি অটু রিক্সা নিয়ে যাচ্ছিল সারাইয়ের উদ্দেশ্যে। বিশালগড় হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় আসতেই পেছন দিক থেকে একটি সাদা বেলুনু গাড়ি যার নম্বর টিআর০১-বিইউ-০৪১৪ সাইট দেবার জন্য অটো চালককে উদ্দেশ্য করে হরন বাজাতে থাকে।

অটো চালক সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সাইট না দেওয়ায় অটো চালকের পথ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৩৫ ▫ ১০ নভেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ২৩ কার্তিক ▫ শুক্রবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

খড়গহস্ত এনআইএ

কাগজপত্র বাঁকা পথে সংগ্রহ করিয়া বাংলাদেশি নাগরিকরা আধার কার্ড সহ বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছে। এমনকি, বাংলাদেশের নাগরিকরা এই কৌশল কাজে লাগাইয়া ভারতীয় পাসপোর্ট পর্যন্ত বাগাইয়া নিতে সক্ষম হইতেছে। এই অবৈধ কাজে দালাল চক্র দীর্ঘ দিন ধরিয়াই যুক্ত রহিয়াছে। শুধু তাই নয় ,সরকারি কর্মচারীদের একাংশ এই দালাল চক্রের সঙ্গে হরিহর আত্মা বলিয়া জানা গিয়াছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়াই বাংলাদেশি নাগরিকদের একাংশ এইভাবে ভারতীয় নথিপত্র করিয়া নিতে সক্ষম হইতেছে। অথচ ভারতে বসবাসকারী নাগরিকদের একাংশ আধার কার্ড সহ ভারতীয় বিভিন্ন নথিপত্র সংগ্রহ করিতে গিয়া নানাভাবে নাজেহাল হইতেছে। এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতেই ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি অভিযানে নামেয়াছে।

বিএস এফ -এর সহযোগিতায় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি(এনআইএ) ত্রিপুরার মানব পাচারের সাথে জড়িত থাকিবার অভিযোগে ২০ জনেরও বেশি ব্যক্তিদের আটক করিয়াছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হইয়াছে, স্থানীয় পুলিশ অভিযানে জড়িত ছিল না। অপারেশনের বিবরণ শীর্ষ পুলিশদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।অভিযানের সময় গ্রেপ্তার করা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশেষ এনআইএ আদালতে মামলা করা

হইবে। কাউকে স্থানীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) মানব পাচার মামলায় ১০টি রাজ্য জুড়িয়া অভিযান করিয়াছে। এই দশটি রাজ্য হইল, ত্রিপুরা, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, হরিয়ানা, পুদুচেরি, রাজস্থান এবং জম্মু ও কাশ্মীর। এই ১০টি রাজ্য ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে অভিযান চালাইতেছে এনআইএ। রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে এনআইএ-এর দল এই মামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজনদের বাসস্থান এবং অন্যান্য স্থানে অভিযান চালাইতেছে। এনআইএ-র একাধিক দল অপরাধের সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ১০টি রাজ্যে এই অভিযানকার্য শুরু করে। এনআইএ-র গোয়েন্দারা এই ১০টি রাজ্যের চার ডজনেরও বেশি জায়গায় অনুসন্ধান করিয়াছে যাহাতে করিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কযুক্ত মানব পাচার চক্রকে তাহারা ধরিতে পারে। গত মাসে বেঙ্গালুরু থেকে এনআইএ-র একটি দল শ্রীলঙ্কার মানব পাচার মামলায় জড়িত তামিলনাড়ু থেকে এক পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করিয়াছিল। এই ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকিলে কোন প্রবেশ বন্ধ করা সম্ভব হইবে বলিয়া বিভিন্ন মহল অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে।

ডান হাত ছাড়াই থার্মোকোলে শিল্প ফুটিয়ে তুলছেন পাণ্ডুয়ার মহেশ

হুগলি, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : ইচ্ছে আর মনের জোর থাকলে সত্যিই বুঝি উপায় হয়। অন্তত পোলবার রাজহাটের তারাবিহারী গ্রামের মহেশ মাহাতো চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিচ্ছেন।

অভাবের তাড়নায় রাজস্থানে সেন্টারিংয়ের কাজ করতে গিয়েছিলেন। উপর থেকে পাটা পড়ে গুরুতর জখম হয়েছিল হাত। পচন ধরায় ডান হাতের কবজি থেকে বাকি অংশ বাদ দিতে হয়। হাত বাদ যাওয়ার পরও থেমে থাকেননি। এক হাতেই সাবলীল তিনি। কেউ কেউ তাঁকে 'এক হাতের বিশ্বকর্মা' নামও দিয়েছেন।

বছর আট আগে দুর্ঘটনায় হাত বাদ যাওয়ার পর আর সেন্টারিংয়ের কাজ করতে পারেন না মহেশ। বিকল্প পেশার খোঁজে স্থানীয় একজনের থেকে শিখেছিলের থার্মোকল দিয়ে সজ্জার কাজ। তারপর থেকে বিভিন্ন জায়গায় মণ্ডপসজ্জার কাজ শুরু করেন হুগলির পাণ্ডুয়ার বাসিন্দা এই ব্যক্তি। নিখুঁত হাতের কাজের কারণে দিল্লি-মুম্বইতেও ডাক পড়ে মহেশের।

কালীপুজো আর মেরে কেটে তিন-চারদিন বাকি। পাণ্ডুয়া হাসপাতালের সামনে ব্যবসায়ী সমিতির পুজোর মণ্ডপের কাজ চলছে জোর কদমে। পিরামিডের উপর এবার তাদের থিম। এবার সেই কাজ করেছেন মহেশ। এক হাতেই তাঁকে পাণ্ডুয়ার কালীপুজোর মণ্ডপে নিপুণভাবে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

থার্মোকিল দিয়ে সুন্দর সুন্দর মডেল তৈরি করছেন মহেশ। তিনি যেন অনেকের কাছে অনুপ্রেরণা। "এক হাতের বিশ্বকর্মা"-কে দেখেই জীবন সংগ্রামে হেরে না যাওয়ার সাহস পাচ্ছে অনেকে।

কী ভাবে এক হাতে এই নিপুণ শিল্পকলা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব? মহেশ মাহাতো বলেন, "সেন্টারিয়ের কাজ করতে গিয়ে আহত হই। সেই জায়গায় ক্যানসার হয়ে যায়। পরে চিকিৎসকরা হাত কেটে বাদ দেয়। প্রথমে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। কাজ করতে অসুবিধা হত। তবে এখন আর অসুবিধা হয় না।"

মহেশ জানান, "টালির বাড়িতে স্ত্রী পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে থাকি। যা উপার্জন করি তা দিয়েই কোনওরকমে চলে যায় আমাদের সংসার। কিছুটা সুস্থ হবার পরে সবজি বিক্রি করতাম। পরে আমারই এক সহকর্মীর কাছ থেকে থার্মোকিল কাটার কাজ শিখি। নয় বছর ধরে এখন এই কাজই করি। রাজস্থান গুজরাটে গিয়েও কাজ করেছি এখন বাংলাতে কাজ করছি। পাণ্ডয়ার পুজো মণ্ডপ তৈরি কাজও আমি করছি।""

মণিপুরে জাতিদাঙ্গা অবসানের দাবিতে আগরতলায় ধরনা কর্মসূচি তুইপ্রা স্টুডেন্টসফেডারেশনের

আগরতলা, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : মণিপুরে চলমান জাতি দাঙ্গা অবসানের দাবিতে আগরতলায় সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধরনা কর্মসূচি পালন করেছে তুইপ্রা স্টুডেন্টসফেডারেশন তথা টিএসএফ। সকাল ৯-টা থেকে শুরু হয়ে ধরনা প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী ছিল।

ধরনায় স্লোগান তোলা হয়, অবিলম্বে মণিপুরের অস্থির পরিস্থিতি শান্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। সংগঠনের নেতারা বলেন, মণিপুরে ১৯০ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলমান হিংসার ঘটনা অবসানে কোনও ধরনের পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না মণিপুর রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। এমতাবস্থায় ওই রাজ্যে জানমালের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, দাবি করেন টিএসএফ নেতারা। শুধু তা-ই নয়, মণিপুরের প্রতি যাতে কেন্দ্রীয় সরকার দৃষ্টি দেয় এবং প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করে সেজন্যই আজ ধরনা আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে।

সংগঠনের নেতারা আরও জানিয়েছেন, নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন তথা এনইএসও-এ অনুমোদিত ও সমর্থিত বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্র সংগঠনগুলি এদিন একসাথে প্রতিটি রাজ্যে অনুরূপ আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরায়ও টিএসইউ ধরনা আন্দোলন সংগঠিত করছে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মণিপুরের জাতি দাঙ্গার ইতি টানা। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হিংসার বাতাবরণ মণিপুরে বিরাজ করছে তাতে সেখানে বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে সকল ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছেন তাঁরা প্রতিনিয়ত এক আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

ধনত্রয়োদশী

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে পালিত হয় ধনত্রয়োদশী উৎসব । আমৃত্যু মানুষের একটি মাত্র কাম্য বস্তু থাকে যার নাম — সুখ। সুখের জন্যে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ লালায়িত। জীবনের দৈনন্দিন সমস্ত কাজের মধ্যে আমরা সুখের সন্ধান করি। এমন কি প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের মধ্যেও আমরা করি সুখের সন্ধান। কিন্তু সুখের আসল বাসস্থান যে অন্তর্গভীরে সেখানে কেউ ভুলেও একবার খোঁজ করার চেষ্টা করি না। আমরা অন্তর্জগৎকে উপেক্ষা করে বিহর্জগতের দিকে হাত বাড়াই সুখের সন্ধানের নিমিত্ত। সুখী হওয়ার তরে মানুষের ন্যূনতম দুটি মাত্র চাহিদা থাকে — এক স্বাস্থ্য, দুই সম্পদ। এই দুটি একে অপরের পরিপূরক। অচ্ছেদ্য বন্ধনে একই সূত্রে বাঁধা। যেমন কথায় আছে - স্বাস্থ্যই সম্পদ।

ইদানীং কালের সাধারণ মানুষ ধর্মকথা শুনতে খুব একটা পছন্দ করেন না। কারণ তাঁরা নিজেদের অতীব শিক্ষিত এবং আধুনিক বলে পরিচয় দেন। ধর্মকথা শুনতে বা চর্চা করতে তাঁদের ঘোর আপত্তি। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় জনশ্রুতিতে তাঁদের অপার বিশ্বাস। সেই ব্যাপারে তাঁদের কৌতূহলেরও শেষ নেই। সেই জনশ্রুতিতে যদি বিন্দুমাত্র লাভের গন্ধ লেগে থাকে তাহলে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘনে সক্ষম হন। বস্তুবাদী মানুষ বোধহয় এরাই। আত্মকেন্দ্রিক মানুষেরা এই কারণেই বোধহয় দুঃখ সাগরে আজীবন ডুবে থাকেন। তাঁদের একটাই ধ্যান-জ্ঞান আমি কিভাবে বেঁচে থাকবো, দুনিয়া যায় ভাড় মে।

সাধারণ মানুষের মন ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত। নিবৃত্তির কথা তাঁরা ভাবতে পারে না। দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে তাঁদের যা কিছু ভাবনা-চিন্তা তা সবই নিজের স্বার্থ আর ইন্দ্রিয়সুখকে কেন্দ্র করে। কিন্তু মানুষ ক্ষণস্থায়ী জীব যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিন পর্যন্তই তাঁর কাছে পৃথিবীর অস্তিত্ব। তারপর সূক্ষ্ম শরীরে সে হয়ে যায় মহাকাশ যাত্রী। যখন মৃত্যু অনিবার্য তাহলে ধন-সম্পত্তির প্রতি এত লোভ লালসা কেন ? জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বার্কলে বলেছেন — The existence of external object depends upon their perception মানুষের অবর্তমানে জগৎ আগেও ছিল পরেও থাকবে। সুতরাং বিশ্বজগতের কোন বস্তুই মানুষের একান্ত আপনার হতে পারে না। কে জানে যেটা একান্ত নিজের বলে দাবি করছি কালই হয়তো তাকে ফেলে বিদায় নিতে হবে ! তাই কী দরকার পৃথিবীতে দুদিনের জন্যে এসে অনিত্য বস্তুকে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করার ? বিত্তের দ্বারা অমৃতত্ব লাভের কোন আশা নেই। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক হয়ে স্বীয় সম্পত্তি তাঁর দুই পত্নী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইলেন। ঋষির অভিপ্রায় শুনে মৈত্রেয়ী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — হে ভগবন ধনপরিপূর্ণা সমগ্র পৃথিবী যদি আমার হয় তার দ্বারা আমি কি অমর হতে পারবো ? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন --- ধনী ব্যক্তিদের জীবন যেমন হয় তোমার জীবনও সেইরূপ ভোগপূর্ণ হবে। এই কথা শুনে মৈত্রেয়ী বলেছিলেন--- 'যেনাহং নামৃতা স্যাং তেনাহং কিং কুর্যাম' ? অর্থাৎ যার দ্বারা আমি অমর হতে পারবো না তা নিয়ে আমি কি করবো ?

কিন্তু সাধারণ মানুষের অফুরন্ত চাহিদা। সেই চাহিদা একজন্মে শেষ হওয়ার নয়। তাই সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর পরে বারম্বার ফিরে আসতে হয় এই পৃথিবীতে যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি না হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের চৈতন্য নামক বস্তুটির উদয় না হয়। সংস্কার বা বোধ সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। এটা বংশানুক্রমিক ধারা। রক্তের ভেতরে স্রোতস্বিনী ফল্গু নদীর ধারার মতো বয়ে চলে। সেইজন্যে কথায় বলে যার হয় নয়তেই হয় আর যার হয় না নব্বুইতেও হয় না। সেই কারণে তাঁদের একবারের জন্যেও মনে ধরে না যে স্থূলজগতের কোনও কিছুতেই সুখ নেই। সাময়িক তৃপ্তি হয়তো কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বস্তুটি কোন মতেই পরমার্থ দিতে অক্ষম। আমাদের যত লোভ ঐশ্বর্যের প্রতি, ঈশ্বরের দিকে নয়। আমরা অল্পেই সুখী, ভূমানন্দে আমাদের কী প্রয়োজন ? আমাদের 'ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা নিতান্তই সহজ সরল'। তাই প্রতিনিয়ত আমরা ছোট ছোট বস্তুকণার মধ্যেও সুখের সন্ধান করি। মানুষের ভোগ, আরোগ্য ও ধর্মের প্রধান সাধন ধন। চাণক্য স্বীকার করেছেন, ধর্ম আর কাম চরিতার্থ

করার পক্ষে প্রথম উপকরণ হলো ধন। তিনি ধনকে জীবিকার উপায় বলেই গ্রহণ করেছেন। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন --- দৈবকৃপা সময় না হলে হয় না। আর দৈব কৃপা ব্যতীত জীবন সমৃদ্ধ হতে পারে না। অথচ আমরা সারা জীবন ব্যাপী তাঁকে স্বেচ্ছায় অবজ্ঞা করে চলি। তাঁর প্রতি আমাদের কারোর বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। আমরা বাহ্যিক আড়ম্বরে মত্ত হয়ে থাকি।

ঋদ্ধির অধিশ্বরী হলেন লক্ষ্মী, তিনি ঐশ্বর্য আর সম্পদের দেবী। তিনি সমুদ্র মন্থন কালে সমুদ্রগর্ভ থেকে উঠে এসেছিলেন। লক্ষ্মী তারপর দেবতাদের কাছে চলে যান। এরপর ধন্বন্তরি উৎপন্ন হয়েছিলেন। ইনি আমাদের রোগ, ব্যাধি, জ্বালা, যন্ত্রনা সারিয়ে দিতে পারেন। সেই কারণে তিনিও আমাদের নমস্য। আমাদের জীবনে তাঁর অবদানও কিছু কম নয় কারণ সুখে থাকার মস্তবড় চাবিকাঠি হলো স্বাস্থ্য । যদিও স্বাভাবিক করণবশতঃ ধন্বন্তরির তুলনায় আমরা লক্ষ্মী দেবীর প্রতিই সর্বাধিক দুর্বলতা পোষণ করে থাকি। লক্ষ্মী যে ঐশ্বর্য আর সম্পদের দেবী ! তিনি যে ধনলক্ষ্মী আমাদের সঞ্চয় করতে সেখান। সুখী ভবিষ্যত গড়ে তোলার প্রেরণা দাত্রী। যে পূন্য তিথিতে তাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই তিথিটি ছিল কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী। ধনের প্রতীক লক্ষ্মী সমুদ্রগর্ভ থেকে কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে উত্থিতা হয়েছিলেন বলেই এই পবিত্র তিথিটির অন্য নাম ধনত্রয়োদশী অপভ্রংশ ধনতেরস। এই দিনটিকে স্মরণ করে মর্তের মানুষ ছুটে যান দোকানে সোনা, রুপা, থালা, বাটি, গেলাস কিনতে। সুখী ভবিষ্যত গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। মানুষের বিশ্বাস এতে নাকি সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয় ! ধাতব বস্তু কেনা হয় এই কারণে যে সেইগুলো টেকসই হয় বহুদিন পর্যন্ত।

তবে একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃত সৌভাগ্যের অধিকারী এবং সুসময় উপস্তিত না হওয়া পর্যন্ত

ধনত্রয়োদশী বা কোন ত্রয়োদশীতেই ধনলক্ষ্মীর কৃপা কিছুতেই ফলোদায়ক হয় না। আবার অনুকূল পরিস্তিতিতে এক লহমায় ভাগ্য পরিবর্তিত হওয়াটাও অসম্ভব কিছু নয়। বিধাতা পুরুষ যেসময় যে বস্তু যার প্রাপ্য বলে নির্দেশ করেন তিনি তাই পান। যেরকম কেউ হঠাৎ রাতারাতি লটারি পেয়ে যান, তাই বলে সবাই পান না। অতএব মানুষ্য জীবনে প্রত্যেকটি ঘটনা কার্য কাল সাপেক্ষ এবং দৈবকৃপা সাপেক্ষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর মতোই মানুষের সুখ-দুঃখ কালের আবর্তনে পরিবর্তিত হয়। কবি নজরুলের গানে আছে ---'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়, আজিকে যে রাজাধিরাজ কালকে ভিক্ষা চায় ...'। সুতরাং কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে দেবতারা লক্ষ্মী দেবীকে লাভ করেছিলেন বলেই যে আমাদের ভাগ্যেও লক্ষ্মী দেবী জুটবে তার কোন নিশ্চয়তা আছে কি ? তাঁরা ছিলেন দেবতা আর আমরা হলাম মর্তের ঘৃণ্যতম জীব। তাঁদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করাটা অবান্তর। দেবতারা ছিলেন সত্যনিষ্ঠ আর মনুষ্যকূল পাপক্লিষ্ট। সেকলের দিনে যা কিছু সবই প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করতে হতো। আর একালের দিনে আমরা স্বেচ্ছায় নিজের স্বার্থে

অকাতরে এবং নির্দ্বিধায় প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলেছি। তাই দেবতা আর অসুররা কি উপায়ে ভালো থাকতে পারবে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তাঁরা দ্বারস্থ হয়েছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের কাছে। বিষ্ণুর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁদের সমু মন্থন করতে হয়েছিল। তিনি প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণ করতে বলেছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে এখনো সুস্থ এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার রশদ বিদ্যমান। কিন্তু এযুগের মানুষের গ্রহণ করার শক্তির অভাব। যেহেতু ধনত্রয়োদশীর দিনে দেবতারা লক্ষ্মী লাভ করেছিলেন সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মর্তের মানুষ কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিটি সাগ্রহে উদযাপন করেন। সেই দিনটিতে শ্রদ্ধা---ভক্তির তুলনায় বেশি থাকে সঞ্চয়ের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ। ধনত্রয়োদশী পর্ব শুরু হয় কৃষ্ণপক্ষের একাদশী (পূর্ণিমার পরের দিন) তিথি থেকে। উত্তর ভারতে এই সময় বাড়ি ঘরদোর পরিস্কার করে লোকে। বাড়িতে চুনকাম করানো হয়। যেমন মা দুর্গা আসার পূর্বে বাঙালিরা প্রস্তুতি নেয় অনেকটা সেইরকম ধনত্রয়োদশীর দিন সকালে স্নান করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বাজার থেকে সাধ্যমতো ধাতব বস্তু কিনতে হয়। এই রীতি পালনের দ্বারাই মা লক্ষ্মীকে আবাহন করতে হয়।

হিন্দুশৌর্যের প্রতীক ?

ছেলেবেলার ইতিহাস বইতে পড়া শিবাজির "বাঘনখ" দেশে ফিরছে। এই সেই ধারালো অস্ত্র, যা দিয়ে শিবাজি "মুসলমান শত্রু" আফজল খাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন। তাই অনেকেই বাঘনখের দেশে ফেরাকে বীর হিন্দুর মুসলমান শত্রু দমনের প্রতীকের দেশে ফেরা হিসাবে দেখতে চাইছেন। এই প্রতীকের প্রত্যাবর্তনের সূত্রে হিন্দু আত্মপরিচয়ধারী ধর্মগোষ্ঠীর গৌরবকে বহুগুণিত করে তুলতে চাইছেন তাঁরা।

এই ভূভাগে অবশ্য কেবল যে "হিন্দু" "মুসলমান"-এর বক্ষ বিদীর্ণ করে তা নয়। "হিন্দু" তো 'হিন্দু'রও বুক চিরে রক্তপান করে। তার ভয়ঙ্কর উদাহরণ মহাভারতে আছে। "বৃকোদর ভীম সেইরূপ কম্পমান দুঃশাসনকে আক্রমণ করে গলায় পা দিয়ে চেপে ধরলেন এবং তীক্ষ্ণ অসি দিয়ে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করলেন।" এই হিংস্রতার কাছে কোথায় লাগেন শিবাজি?

এই অবধি পড়ার পর একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই জাগে। ভীম আর দুঃশাসনের লড়াই কি দুই "হিন্দু"র লড়াই? শতকরা নব্বই জন বলবেন, "না"। এ পাণ্ডব আর কৌরব, একই বংশবৃক্ষের দুই ভিন্ন শাখার লড়াই। কুরুপক্ষ আর পাণ্ডবপক্ষ, এই দুই পক্ষের লড়াইকে দু'দল হিন্দুর লড়াই হিসাবে আমরা দেখি না। "হিন্দু", এই আত্মপরিচয় কুরু-পাণ্ডব কোনও পক্ষই ব্যবহার করেনি। "হিন্দু", এই আত্মপরিচয় সেই মহাভারতের কালে আলাদা করে মাথা তোলেনি। মাথা তোলার প্রয়োজনও হয়নি। অনেকে "কল্পনা" করেন মহাভারতের মাঠে তখনই নাকি গীতা উচ্চারিত হয়েছিল। উচ্চারিত যদি হয়েও থাকে, তা হলেও সেই দার্শনিক কথোপকথন হিন্দু দেবতা কৃষ্ণের সঙ্গে হিন্দু বীর অর্জুনের কথাবার্তা হিসাবে মহাভারতের কালে দেখার কথা নয়। সেখানে গীতা ন্যায়-অন্যায়ের নীতি বিষয়ক সংলাপ। একই বংশের দু'টি শাখার লড়াই হচ্ছে সেই লড়াইয়ের সূত্রে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার চলছে। এ কথাও এখন সকলের জানা, মহাভারতের নানা কথা পরবর্তী নানা সময়ের চিহ্ন বহন করছে কালে দিনে মহাভারতের অবয়ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এ জন্যই রামায়ণ-মহাভারতের সারানুবাদক রাজশেখর বসু বাল্মীকির নামের মধ্যে অনেক কালের অনেক বাল্মীকির অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। রাজশেখরের সহোদর গিরীন্দ্রশেখর তাঁর পুরাণপ্রবেশ গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন, কী ভাবে পুরাণের কথন নির্মাণে নানা পর্বে নানা জন সক্রিয়।

গীতা নামক সারকথা সঙ্কলনটি কৃষ্ণার্জুন-কথার বদলে হিন্দুর দেবতা কৃষ্ণের কথা হিসাবে নির্দিষ্ট হল পরে উনিশ শতকে হিন্দুধর্মের গ্রন্থ হিসাবে তাকে মর্যাদা দেওয়া হল। ইংরেজ প্রশাসক ও তাদের প্রশাসনের স্বার্থে নিবেদিত ভারতবর্ষের সাহেব ইতিহাস-রচয়িতারা হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ, ইংরেজ যুগ এ ভাবে সময়কে ভাগ করতে শুরু করলেন। মুসলমান আগমনের পূর্ববর্তী সব কিছুই "হিন্দুযুগ" এই নাম দিয়ে অভিহিত সুতরাং গীতা "হিন্দু"ধর্মগ্রন্থ হিসাবে নতুন করে বিবেচিত হল। মুসলমান আগমনের আগের ভারতবর্ষে যে নানা রাজবংশের লড়াই ছিল, সেই রাজবংশগুলি যে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের সূত্রে নিজেদের চিহ্নিত করত, সার্বিক ভাবে "হিন্দু" এই আত্মপরিচয়ের ছত্রছায়া ব্যবহার করার যে প্রয়োজন হত না, এই মোটা কথাটা আমরা ভুলে গেলাম। ইংরেজদের করা মুসলমান যুগও যে কেবল নামের ফেরে মুসলমান, তার মধ্যেও যে হিন্দুধর্মের নানা বর্ণের সক্রিয় ইতিবাচক উপস্থিতি, সে কথাও ভুলিয়ে দিতে চেয়েছেন অনেকে। মোগল যুগ তো এখন তেমন করে ছাত্রপাঠ্য নয়।

শিবাজি অবশ্য নিজে সে কথা বিস্মৃত হননি। ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকারের বাংলায় লেখা শিবাজী গ্রন্থটি তার সাক্ষ্যবহ। তাঁর ইংরেজিতে লেখা শিবাজি অ্যান্ড হিজ টাইমস বইটি বৃহদায়তন, সুখপাঠ্য বাংলা বইটি আম বাঙালি পড়তে পারেন। শিবাজিকে রাজা

হওয়ার জন্য কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। যদুনাথ মনোগ্রাহী বাংলায় লিখেছিলেন, "শাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন জাতের লোক হিন্দুর রাজা হতে পারে না; অথচ সে যুগে সমাজে ভোঁশলে বংশকে শূদ্র বলিয়া গণ্য করা হইত।" এই শাস্ত্রাচারের থেকে রেহাই পেতে শিবাজি মুনশি কাশীবাসী গাগা ভট্টকে "অনেক টাকা দিয়া হাত করিলেন"। তিনি টাকা পেয়ে পাঁতি লিখে দিলেন, "মোটা দক্ষিণার লোভে সকলেই শিবাজীর ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিল।" যদুনাথ সরকারের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে বলতে হয়, যে শিবাজিকে হিন্দু বীরত্বের ছত্রপতি হিসাবে তুলে ধরতে এখন অনেকেই সচেষ্ট, সেই শিবাজিকে হিন্দুশাস্ত্রীয় উচ্চবর্ণত্ব টাকা দিয়েই কিনতে হয়েছিল। এই শিবাজি এটাও ভাল করেই জানতেন, তাঁর লড়াই সামগ্রিক ভাবে "ইসলাম"-এর বিরুদ্ধে নয়। তাঁর লড়াই মোগল রাজবংশের শাসকবিশেষের সঙ্গে। যদুনাথ তাঁর বইতে "আওরংজীব"-এর কাছে প্রেরিত শিবাজির ফারসি চিঠির সুললিত বঙ্গানুবাদ প্রদান করেছিলেন। সে পত্র "আওরংজীব"-এর অপশাসনের বিরুদ্ধে, পূর্ববর্তী মোগল শাসকদের প্রতি সেখানে শিবাজির শ্রদ্ধা প্রকাশিত। সে চিঠিতে লেখা হয়েছিল, "এই সাম্রাজ্য-সৌধের নির্মাতা আকবর বাদশাহ পূর্ণ-গৌরবে ৫২ গুচান্দ্রম বতর রাজত্ব করেন। তিনি সকল ধর্ম সম্প্রদায়... প্রতি... সার্বজনীন মৈত্রী গুসুলহই-কুলগু সকলের সহিত শান্তিগ্নর সুনীতি অবলম্বন করেন।" এই সুনীতি থেকে বর্তমান শাসক ভ্রষ্ট। তাই শিবাজি জানিয়েছেন, "আপনার রাজ্যে প্রজারা পদদলিত হইতেছে, প্রত্যেক গ্রামের উতন্ন দ্রব্য কমিয়াছে।" লড়াই দুই ধর্মের নয়, লড়াই সুশাসন নীতির সঙ্গে অপশাসন নীতির। শিবাজি হিন্দুকুলপতি হিসাবে কথা বলছেন না, এক জন শাসক হিসাবে আর এক শাসককে মনে করিয়ে দিচ্ছেন তিনি "সকলের সহিত শান্তি" নীতি থেকে ভ্রষ্ট।

এই ইতিহাসের কথা মনে রাখলে শিবাজির ফিরে আসা বাঘনখ যে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুশৌর্যের প্রতীক নয়, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। সে সময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য নানা মাপের শাসকেরা নানা মাপের শাসকদের সঙ্গে লড়াই করছেন। সেই লড়াইতে লুটতরাজ খুনজখম যথেষ্ট। হাতে পেলে কে আর কাকে ছাড়ে? যদুনাথ সরকার আফজল খাঁ আর শিবাজির লড়াইয়ের নাটকীয় বর্ণনা দিয়েছেন। "গলার চাপে শিবাজীর দমবন্ধ হইবার মত হইল। কিন্তু এক মুহূর্তে বুদ্ধি স্থির করিয়া তিনি বাম বাহু সজোরে ঘুরাইয়া আফজল খাঁর পেটে বাঘনখ বসাইয়া দিয়া তাঁহার পাকস্থলীর পর্দা বিদীর্ণ করিয়া দিলেন, খাঁর ভুঁড়ী বাহির হইয়া পড়িল। আর, ডান হাতে বিছুয়া লইয়া খাঁর বাম পাঁজরে মারিলেন। যন্ত্রণায় আফজল খাঁর বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া আসিল; এই সুযোগে শিবাজী নিজেকে মুক্ত করিয়া বেদী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নিজ সঙ্গীদের দিকে ছুটিলেন।" চমকপ্রদ, গতিময়, চিত্রবতবিবরণ। মহাভারতের বিবরণের থেকে আলাদা কারণ মহাভারতে হত্যার পর ভীমকে পালাতে হবে না, এক মহারথীকে বধ করলে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ থেমে থাকে। যুদ্ধনীতি অনুযায়ী সেখানে দু'জনের যুদ্ধ। শিবাজির কালে যুদ্ধ দু'জনের নয় দু'পক্ষের, কৌশলে মারতে ও পালাতে হবে। প্রয়োজনে অতর্কিতে লুটতরাজ করতে হবে। শিবাজির সুরাত লুটের বিবরণ যদুনাথ দিয়েছেন। লুটতরাজের সময় ধর্ম মানা হত না। এক বর্ণের হিন্দু অন্য বর্ণের হিন্দুকে আক্রমণ করত হিন্দুর ছাতাটি হিন্দুর আত্মপরিচয়বাহী হয়ে মোটেই সর্বদা সার্বিক ভাবে হিন্দুদের রক্ষক নয়। জঞ্জিরা থেকে খারেপটন পর্যন্ত শিবাজি এগোচ্ছেন "শিবাজীর সৈন্যগণের দ্রুত গতি, অজেয় শক্তি, লুটপাট এবং কঠোর পীড়নের সংবাদে ভদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার, গরিব গৃহস্থ ও প্রজা সকলেই দেশ ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল।"

ইতিহাসবিদ যদুনাথের বিবরণ পড়তে পড়তে মনে হয়, সে সময় মানুষ কতকগুলি সত্যকে "সনাতন" বলে মানতেন। অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সুশাসন নীতি মেনে যে কোনও ধর্মের শাসক যদি রাজ্য চালান তা হলে প্রজারা নিরাপদ থাকেন, সুশাসন নীতি থেকে বিচ্যুত হলে সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষের জীবনযাত্রাই বিপর্যস্ত হতে পারে। অনেক সময় কোনও কোনও শাসক ধর্মের জিগির তোলেন বটে, তবে ধর্মের ছাতার তলায় সামগ্রিক নিরাপত্তা জোটে না কারণ "হিন্দু" বা "ইসলাম"-এর তলায় নানা বর্ণ ও বংশের ভেদ-বিভেদ মুখ্য। হিন্দু ঐক্য বা ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকের ঐক্যের চাইতে বংশের গৌরব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিবাজিকে রাজা হওয়ার সময় তাই তাঁর বংশ যে গরিমাময় ক্ষত্রিয় বংশ তা টাকা দিয়ে পাঁতি লিখিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হল।

আধুনিক ভারতে বসে পুরনো সময়ের নিশানগুলিকে যাঁরা হিন্দুত্বের পক্ষে একমাত্রিক ভাবে সমসত্ত্ব সনাতন বলে চিহ্নিত করতে চাইছেন, তাঁরা আদতে সেকেলে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সনাতন সত্যকে অস্বীকার করতে চাইছেন। নিজেদের হিন্দুত্বের কল্পনায় সেকালকে আচ্ছন্ন করার এই পদ্ধতি ইংরেজ প্রশাসকদের ছেড়ে-যাওয়া জুতোতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পা গলানোর ফলেই নব্য হিন্দুত্ববাদীদের অধিগত হয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গোবরজনা কালীবাড়িতে মনস্কামনা নাকি বিফলে যায় না

মালদা, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : প্রাচীন কালীপুজো ঘিরে ভক্তদের ঢল নামে গোবরজনা কালীবাড়িতে। মনস্কামনা নাকি বিফলে যায় না। তাইতো এই মন্দিরে ভক্তদের ভিড় বাড়তেই রয়েছে। শুধুমাত্র বাংলা নয়, বিহার, ঝাড়খণ্ড থেকে বহু ভক্ত আসেন মালদহের প্রাচীন কালীপুজো গোবরজনা কালী মন্দিরে।

এই পুজোর সূচনা ঠিক কবে হয়েছিল তা অজানা সকলের কাছে।নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে বর্তমানে পুজিত হয়ে আসছেন গোবরজনা কালিমাতা। গোবরজনা গ্রামের চৌধুরী পরিবারের বর্তমান সদস্যরা এই পুজো করছেন। চৌধুরী পরিবার ভাগ হয়েছে বর্তমানে। তাই প্রতিবছর পালা করে পুজোর দায়িত্ব পালন করেন বর্তমান প্রজন্ম।

লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে এই পুজো নাকি শুরু করেছিলেন ভবানী পাঠক। এক সময় এই অঞ্চল ঘন জঙ্গলে ঘেরা ছিল। মন্দিরের পাশ দিয়েই বয়ছে কালিন্দ্রী নদী। নদী পথে নৌকায় যাওয়ার পথে দেবি চৌধুরানী ও ভবানী পাঠক এখানে নোঙর করেন নৌকার। সেই সময় জঙ্গলে ভবানী পাঠক কালী পুজো দিয়ে যান।

পরে স্থানীয়রা প্রতি বছর পুজো দিতেন এই জঙ্গলে বিশাল এক বট গাছের নীচে। কয়েক পুরুষ ধরে এই পুজোর দায়িত্ব পালন করে আসছে স্থানীয় চৌধুরী পরিবার। পুজোর দায়িত্বে থাকা স্বপন চৌধুরী বলেন, পুজো কত পুরনো জানা নেই। বাবা ঠাকুরদা আগে পুজো দিতেন। এখন আমাদের দায়িত্বে। তবে লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে এই পুজো ভবানী পাঠক দিয়েছিলেন ঘন জঙ্গলে।

গ্রামের পাশে কালিন্দ্রী নদীর তীরে ঘন জঙ্গল ছিল আগে। সেখানেই জরাজীর্ণ দেবীর বেদি ছিল। সেখানেই পুজো হয়ে আসছে। আগে নদীপথে নৌকায় করে দেবীমূর্তি নিয়ে আসা হত। ধীরে ধীরে মন্দিরের ভক্তদের সমাগম বাড়তে থাকে। মন্দির চত্বরের জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে যায়। ভক্তদের মনস্কামনা পূরণ হওয়ায় অনেকেই এখানে আসেন।

আগে বিশাল বট গাছের নীচে মন্দির ছিল।গাছটি মারা যাওয়ার পর তৈরি করা হয় মন্দির। এখন সেই মন্দিরেই পুজো হয়ে আসছে। স্থানীয় বাসিন্দা বীরেন রজক বলেন, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বিহার ঝাড়খণ্ড থেকে মানুষ আসেন এই পুজোয়। কয়েক লক্ষ ভক্ত আসেন।

প্রাচীন এই কালীপুজো কয়েক লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে।পুজোকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মোড়া হয় গোটা এলাকা। ভক্তদের ভিড় সামাল দিতেও পুলিশ প্রশাসনে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহন করতে হয়। সকলেই যেন সুষ্ঠু ভাবে পুজো দিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা হয়।

মা বয়রার পুজোয় মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ

দিনাজপুর, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী পুজোগুলির মধ্যে একটি হল কালিয়াগঞ্জের মা বয়রার পুজো। আড়ম্বরবিহীন এই পুজোয় ভক্তি আর নিষ্ঠাই হল আসল। পুজোর সময় এখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। জাগ্রত এই মায়ের আশীর্বাদ নিতে দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্তের ঢল নামে কালীপুজোর রাতে।

এই পুজোর বয়স গ্রামের বয়স্করাও ঠিক ঠাহর করতে পারেন না। বয়রা কালিবাড়ির পেছনে অবস্থিত শ্রীমতি নদী ঘাট । লোকমুখে শোনা যায়, সেখানেই একটি বয়রা গাছের নিচেই প্রথম মায়ের আরাধনা শুরু হয় ।সেই সময় কিছু ডাকাত দল ঘন জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে ডাকাতি করতে এসে এই বয়রা মায়ের পুজোর সূচনা করে।

কালিয়াগঞ্জের শ্রীমতী নদীর ধারে ছিল আমলকি হরিতকি ও বয়রার গাছের জঙ্গল। সেখানে বয়রা গাছের নীচে বেদীতে ফুল, জল দিয়ে পুজো করত ডাকাতদল। মন্দিরের পুরোহিত সমীর ভট্টাচার্য জানান প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বয়রা মায়ের পুজোতে পুরুষরা অংশ গ্রহণ করতে পারলেও পুজোর সময় মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে।

কারণ হিসেবে জানা যায় দীর্ঘদিন আগে মায়ের মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বলাতে গিয়ে একবার একটি মেয়ের হাত দিয়ে মায়ের সমস্ত চুল পুড়ে যায়। তারপর থেকেই এই মন্দিরে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। বয়রা মায়ের পুজোর সমস্ত কাজ পুরুষরাই করেন। মহিলাদের গর্ভগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে।

এখানকার মানুষের বিশ্বাস, মায়ের কাছে কালীপুজোর রাতে যা মানত করা যায় তাই পূরণ হয় । তাই এই পুজোকে ঘিরে দীপাবলির রাতে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ঘটে বয়রা কালীমাতার মন্দিরে।

বিহারে বিধানসভায় পাশ বিল, জাতভিত্তিক সংরক্ষণ ৫০ থেকে বেড়ে হচ্ছে ৬৫ শতাংশ

পাটনা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : বিহার বিধানসভায় পাশ হল জাতভিত্তিক সংরক্ষণ বিল। বিলে সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে জাতভিত্তিক সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়াদের জন্য ১০ শতাংশ পৃথক সংরক্ষণের কথাও বলা হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন 'মহাগঠবন্ধন' সরকারের বিলটি পেশের পরে সর্বসম্মত ভাবে পাশ হয়ে যায়।

মঙ্গলবার বিহার বিধানসভায় জাতসমীক্ষার দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশের পরেই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে সংরক্ষণ বাড়ানোর বিল পেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ বিধানসভার অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেন, "পিছিয়ে পড়াদের অধিকার দিতে আমাদের সরকার বদ্ধপরিকর।"

নীতীশ সরকারের বিলে বিহারে অনগ্রসর (ওবিসি) এবং অতি অনগ্রসরদের (ইবিসি) জন্য সংরক্ষণ ২৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪৩ শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে।

পাশাপাশি, তফসিলি জাতির (এসসি) সংরক্ষণ ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করার প্রস্তাব রয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে তফসিলি জনজাতিভুক্তদের জন্য সাত শতাংশ সংরক্ষণ থাকলেও তা দুই শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় বিহারের জেডিইউ-আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের জোট সরকার। ওবিসি এবং ইবিসি-দের জন্য ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকলেও বিহারের জনসংখ্যায় তাঁদের হার বেশি। আসল সংখ্যা প্রকাশ্যে এলে ওবিসি কোটায় আরও সংরক্ষণের দাবি উঠবে বলে আগেই মনে করা হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে তা-ই হয়েছে গত ২ অক্টোবর জাতসমীক্ষার প্রথম রিপোর্ট প্রকাশের পরে। এর ফলে তথাকথিত উচ্চবর্ণ বা জেনারেল ক্যাটেগরি (অসংরক্ষিত)-র উপর আঁচ আসবে বলে জাতসমীক্ষার বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁদের দাবি, এই ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির ফলে বঞ্চিত হবে 'মেধা'। বস্তুত, ভোট-রাজনীতির ছক মেনেই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের প্রচারে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী 'জিতনি আবাদি, উতনা হক' (যে জনগোষ্ঠীর যত সংখ্যা, সংরক্ষণে তার তত অধিকার) স্লোগান দিয়েছেন বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারণা।

সিপাহিজলার বিভিন্ন এলাকায় বিপুল পরিমাণে গাঁজা বাগান ধ্বংস করল পুলিশ

বক্সনগর (ত্রিপুরা), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : সিপাহিজলা জেলার কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত বাগবের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা সহ বক্সনগর ব্লকটিলার গভীর জঙ্গলে আবৃত প্রায় ৭ হাজার গাঁজা গাছ কেটে দিয়েছে পুলিশ। পুলিশের এই অভিযানে ছিলেন কলমচৌড়া থানার ইন্সপেক্টর বিদ্যা দেববর্মা, এসআই কপিল সহ সিআরপিএফ জওয়ানরা। ধ্বংসকৃত গাঁজাগুলির মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, এর আগে দুর্গা পূজার প্রাকমুহূর্তে আরও কয়েকটি গাঁজা বিরোধী অভিযান চালানো হয়েছিল। কলমচৌড়া থানাধীন থানামুড়া এলাকায় গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। এ ধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, এক প্রকার পুলিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবারও বিপুল পরিমাণে গাঁজা গাছের চাষ করা হয়েছে। যারা গাঁজা চাষ করেছে তাদেরকে একাংশ রাজনৈতিক দলের নেতাদের মদত রয়েছে বলে খবর। তবে গাঁজা গাছ নিধন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে দাবি পুলিশের।

বিধানসভায় নীতীশকে কড়া ভাষায় আক্রমণ বিজেপির মহিলা বিধায়ক ভাগীরথী দেবী

পাটনা, নভেম্বর (হি. স.) : শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন বিহার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের অশোভন বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থামছে না। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে তাঁর বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেও, বিরোধী দলগুলি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছে। এ বার নীতীশকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপির মহিলা বিধায়ক ভাগীরথী দেবী।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় পৌঁছলে নীতীশকে বিজেপি বিধায়কদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। এক বিধায়ক তো আবার হুঁশিয়ারিও দেন, নীতীশ কুমারকে ছেড়ে কথা বলা হবে না। বিধায়ক ভাগীরথী বলেন, "নীতীশ কুমারের না আছে কন্যা, না আছে স্ত্রী, নেই পুত্রবধূও। অন্যদের দেখে হিংসা হয়। তাই মহিলাদের সম্পর্কে এমন অশ্লীল মন্তব্য করেন। আমরা ওঁকে ছাড়ব না।" ভাগীরথী আরও বলেন, "নীতীশ কুমারের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই যা খুশি বলছেন।"

নীতীশের বুদ্ধিভ্রম হয়েছে বলেও কটাক্ষ করেন বিজেপি বিধায়ক। পুরো বিহারের মহিলাদের সম্মানহানি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে বলতে গিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে নীতীশের বিরুদ্ধে। সেই মন্তব্যের জেরে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। বিরোধীরাও নীতিশের মন্তব্য নিয়ে ক্রমশ চাপ সৃষ্টি করছেন। যদিও তাঁর মন্তব্যের জন্য নীতীশ ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু তাতেও বিতর্ক থামছে না।

ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্কের ব্যাপক টানাপোড়েনের মধ্যে দীপাবলি পালন করলেন জাস্টিন ট্রুডো

অটোয়া, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডার সাংসদ চন্দ্রশেখর আর্য্যর আয়োজিত দীপাবলির উৎসবে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। নিজের ইনস্টাগ্রামে অনুষ্ঠানের ছবি পোস্ট করে ট্রুডো লেখেন, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর জয় হোক এই উৎসবের আবহে।

ভারতের সঙ্গে কানাডার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ব্যাপক টানাপোড়েনের মধ্যেই বুধবার পার্লামেন্ট হিলে দীপাবলির আয়োজন করেন চন্দ্রশেখর। সেখানেই যোগ দিয়েছিলেন ট্রুডো। তবে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সংঘাতের আবহে ওই অনুষ্ঠানে হাজির হন কানাডার প্রধানমন্ত্রী। কানাডার নানা শহর থেকে বেশ কয়েকজন ভারতীয় এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বলেই খবর। সকলের সঙ্গে মিলে প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি উৎসবের সূচনা করেন ট্রুডো। কানাডার ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায় তাঁকে।

অনুষ্ঠানের ছবি পোস্ট করে ট্রুডো জানান, "কয়েকদিনের মধ্যেই গোটা বিশ্ব দীপাবলি ও বান্দি ছোড় দিবস পালন করবে। দুই অনুষ্ঠানই অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর জয়ের ইতিবাচক কথা বলে। এই আলো আমাদের সকলেরই দরকার। সকলকে দীপাবলি ও বান্দি ছোড় দিবসের শুভেচ্ছা। আশা করি এই উৎসবের মরশুম সকলের জীবনে শুভ হোক।"

গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে খলিস্তানি কাঁটায় তলানিতে ঠেকেছে ভারত-কানাডা সম্পর্ক। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়েপ্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ আনেন, কানাডার খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের নেপথ্যে ভারতের হাত রয়েছে। এর পর থেকে ভারত-কানাডা টানাপোড়েন অব্যাহত। দুই দেশ থেকেই অপর দেশের শীর্ষ কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা হয়। এর পর ভারত থেকে ৪০ জন কূটনীতিককে দেশে ফিরিয়ে নেয় কানাডা।

তার পর দুই দেশের মধ্যে ভিসা সমস্যা খানিকটা মিটলেও এখনও কূটনৈতিক মতবিরোধ রয়ে গিয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতীয়দের সঙ্গে উৎসবে মাতলেন ট্রুডো।

তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস প্রার্থী পি শ্রীনিবাস রেড্ডির ঠিকানা আয়কর অভিযান

হায়দ্রাবাদ/নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র আয়কর বিভাগ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তেলেঙ্গানা জেলার পালাইর বিধানসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী পঙ্গুলেটি শ্রীনিবাস রেড্ডির বাড়ি এবং দফতরে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

বৃহস্পতিবার আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা হায়দ্রাবাদ এবং খাম্মামে শ্রীনিবাস রেড্ডির বাসভবন এবং অফিসে তল্লাশি চালিয়েছে। তথ্য অনুসারে, রেড্ডি পালাইর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, আজ তার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কথা ছিল।

উল্লেখ্য, খাম্মাম জেলার প্রভাবশালী নেতা শ্রীনিবাস চলতি বছরের জুন মাসে তেলঙ্গানার শাসকদল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। এ বারের বিধানসভা ভোটে ওই জেলার পলাইর কেন্দ্র থেকে ভোটে লড়ছেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বুধবার শ্রীনিবাস এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি তাকে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে এবং অভিযান চালাতে পারে। আগামী ৩০ নভেম্বর তেলেঙ্গানায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হতে চলেছে।

কোন মামলার সূত্র ধরে আসন্ন বিধানসভা ভোটের কংগ্রেসে প্রার্থীর ঠিকানায় এই হানাদারি তা নিয়ে আয়কর বিভাগের তরফে কিছু জানানো হয়নি। তল্লাশি অভিযান চলাকালীনই উত্তেজিত কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা শ্রীনিবাসের বাড়ির সামনে হাজির হয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।

বক্সিরহাটে বাঁশঝাড় থেকে সদ্যোজাত শিশুকন্যা উদ্ধার

বক্সিরহাট, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের উত্তর রামপুর এলাকায় বাঁশঝাড় থেকে এক সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে উদ্ধার করা হল। বৃহস্পতিবার ভোরে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে উদ্ধার করেন দুই মহিলা।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, কার্তিক মাস উপলক্ষ্যে ভোরে গ্রামের বেশ কয়েকজন মহিলা নগর সংকীর্তনে বেরিয়েছিলেন। সংকীর্তনের দল অনেকটা এগিয়ে গেলেও দু'জন মহিলা পিছিয়ে পড়েন। সেসময় রাস্তা সংলগ্ন বাঁশঝাড় থেকে শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান তাঁরা। পরে তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে আগাছা দিয়ে ঢাকা অবস্থায় সদ্যজাত শিশুকন্যাকে উদ্ধার করেন দুই মহিলা। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় রামপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। তবে শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ।

সিরিয়ায় মার্কিন বিমানহানায় মৃত ৯, মধ্যপ্রাচ্যে জটিল হচ্ছে পরিস্থিতি

ওয়াশিংটন, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : সিরিয়ায় ইরানের একটি অস্ত্রভাণ্ডারে হামলা চালাল মার্কিন বোমারু বিমান। হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। একদিকে ইজরায়েল ও হামাসের যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য কার্যত ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে গাজা ভূখণ্ডে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের মৃত্যু।এই পরিস্থিতিতে মার্কিন বোমারু বিমানের হামলায় আশঙ্কার মেঘ দেখছেন বিশেষজ্ঞ মহল।পূর্ব সিরিয়ার একটি অস্ত্র ভাণ্ডারে বুধবার বোমা ফেলে মার্কিন ফৌজের এফ-১৫ যুদ্ধবিমান।তাতে প্রাণ হারান ৯ জন। হামলার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন বলেন, 'পূর্ব সিরিয়ায় ইরানের সেনাবাহিনীর ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোরের একটি অস্ত্রভাণ্ডারে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন সেনাকর্মীদের বিরুদ্ধে কাডস ফোর্সের হামলার জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হবে।' ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের আবহেই তেহেরান মদত যোগাচ্ছে হামাসকে।তার প্রতিফলন ঘটেছে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির বক্তব্যে। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'হামাসকে নিয়ে আমি গর্বিত।'ইজরায়েল-হামাস সংঘাতকে মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে দিতেই এই ষড়যন্ত্র। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে মার্কিন ফৌজের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে ইরান।

অসম : মরিগাঁও জেলায় মুম্বাই সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের হানা, গ্রেফতার দুই

মরিগাঁও (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের মরিগাঁও জেলার একাধিক স্থানে মুম্বাই সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করেছেন। অভিযান যৌথভাবে চালিয়েছিল মুম্বাই এবং মরিগাঁও জেলা পুলিশ। ধৃত দুই সাইবার অপরাধীকে মৈরাবাড়ি তাঁতিকাটার অহিয়া আহমেদ এবং লেড়ুয়ামুখ বুলগাড়ির আনজারুল হক বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। মরিগাঁওয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ খবর জানিয়ে বলেন, মুম্বাইয়ের এক থানায় সাইবার মামলা ৯৫/২৩ নম্বর অনুযায়ী আইপিসির ৪১৯/৪২০/৪৬৭/৪৭১ এবং আর/ডব্লিউ-এর ৬৬ (সি) /৬৬ (ডি) ধারায় অভিযুক্ত দুই অপরাধীকে আইটি আইনের অধীনে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, মরিগাঁও পুলিশ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সময় এক হাজারের বেশি সাইবার অপরাধীকে গ্রেফতার করছে। বলেন, 'আমরা গত ১০ মাসে সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছি। কয়েকদিন আগেও আমরা একজনকে গ্রেফতার করে তাদের হেফাজত থেকে অন্তত ১০০টি জাল সিম কার্ড উদ্ধার করেছি।' তিনি জানান, গতকাল ৮ নভেম্বর জুরিয়ার ধিং গ্রামের সাকলিন মুশতাক এবং বাটমারির আবদুর রহমান নামের দুজনকে জেলা পুলিশের সহায়তায় মুম্বাই সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ইতিমধ্যে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের টিম নগাঁও জেলার আরও বেশ কয়েকটি স্থানে সাইবার অপরাধের সঙ্গে জড়িতদে সন্ধান করছে।

সময় বেঁধে দেওয়ায় আশার আলো দেখছেন প্রতিবাদী আবেদনকারীরা

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সময় বেঁধে দেওয়ায় আশার আলো দেখছেন চাকরিপ্রার্থীরা। নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়ায় দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি হবে বলে আশাবাদী তাঁরা।

যোগ্যদের নিয়োগের দাবিতে, আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন রাস্তার উপর। যাঁদের আজ স্কুলে বসে পড়ানোর কথা, রাস্তায় বসে তাঁরা চাকরির দাবিতে চোখের জল মুছছেন। কেটেছে অনেকগুলো উৎসবের রাত। তাঁরা ভুলেছেন বাড়ির পথ। রোদ, ঝড়, জল বৃষ্টি মাথায় করেই চাকরির দাবিতে রয়েছেন পথে। একটা উৎসব পেরিয়ে এসেছে আরেকটা উৎসব। অথচ তাঁদের জীবনে আসেনি কোনও নতুন স্বপ্নের হাতছানি।

বৃহস্পতবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর আশায় বুক বেঁধেছেন তাঁরা। এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, 'বিচারব্যবস্থার অত্যন্ত ভাল একটা দিক। এবার হয়ত শেষ হবে বিচার। ৬ মাসের মধ্যে আশা করছি মামলার নিষ্পত্তি হবে।"" আর এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, 'হাইকোর্টেই এই মামলা ছিল। হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতেই ওঁরা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট ফের হাইকোর্টে মামলা ফেরাল। হাইকোর্ট গোটা মামলা সম্পর্কেই ওয়াকিবহল। আদালত জানে কারা যোগ্য আর কারা অযোগ্য। ৯৭০ দিন রাস্তায় বসে আছি। যোগ্যদের দ্রুত নিয়োগ করা হোক।""

শিক্ষক নিয়োগ মামলার তদন্ত এবার সুপ্রিম কোর্ট ২ মাসের মধ্যে সিবিআইকে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এসএসসি-দুর্নীতির মামলাগুলি হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়ে এই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। এসএসসি-র মাধ্যমে, গ্রুপ সি গ্রুপ ডি-র কর্মী নিয়োগের পাশাপাশি নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগেও দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ উঠেছে। এই সব মামলায়, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, যে নির্দেশ দিয়েছিলেন,তাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা হয়। একই সঙ্গে, বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের ডিভিশন বেঞ্চে যে মামলাগুলো বিচারাধীন ছিল, তা নিয়েও সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চ নির্দেশে এই সব মামলাই কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হল। নির্দেশে আরও বলা হয়, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করবেন। সেখানেই হবে এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সব মামলার শুনানি। ৬ মাসের মধ্যে বিচারপর্ব শেষ করতে হবে। এরপরই, সিবিআই-কে সময় বেঁধে দেয় সর্বোচ্চ আদালত। বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী নির্দেশে বলেন, ২ মাসের মধ্যে সিবিআই তদন্ত শেষ করবে। সেই তদন্তের প্রেক্ষিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বুদবুদে ন্যাশনাল ডেয়ারি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে হাঁস, মুরগীর বাচ্চা বিতরণ

দুর্গাপুর, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : দীপাবলির আগে তপশীলি জাতি ও উপজাতিদের উপহার। তপশীলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রায়ের উন্নয়নে হাঁস, মুরগীর বাচ্চা বিলি করা হল। উদ্যোক্তা কল্যানীর ন্যাশনাল ডেয়ারি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (ইআরএস)।

বৃহস্পতিবার বুদবুদের কেন্দ্রীয় কৃষি বিজ্ঞান গবেষনা কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম জঙ্গলমহল, গলসী-১ ও ২ নং ব্লক, কেতুগ্রাম, রায়না, মঙ্গলকোট, পুর্বস্থলি ব্লকের ১২৫ জন তপশীলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারের হাতে হাঁস ও মুরগীর বাচ্চ তুলে দেওয়া হয়। পরিবার পিছু ২০ টি মুরগী বাচ্চা ও ১০ টি করে হাঁসের বাচ্চা দেওয়া হয়।

মদন-অনুগামীর সমালোচনা মদনের তোপের মুখে সৌগত রায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): মদন-অনুগামী এক নেতার প্রকাশ্য সমালোচনা করায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ সৌগত রায় কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের বেনজির তোপের মুখে পড়লেন। বুধবার সন্ধেয় খোলা মঞ্চে দাঁড়িয়ে কামারহাটি পুরসভার সমালোচনা করেছিলেন। পুর চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন, 'গোপাল (গোপাল সাহা) কামারহাটি পুরসভার কাজ ভাল হচ্ছে না। অনেক অভিযোগ পাচ্ছি।" তার জেরে বৃহস্পতিবার ভর সন্ধেয় সৌগত রায়ের যা নয় তাই সমালোচনা করলেন মদন মিত্র।

এদিন মদন বলেন, সৌগত রায়কে এই কামারহাটির কর্মীরাই তিন বার জিতিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গোপালও ছিলেন। আজ গোপাল হয়ে গেল ভূত আর উনি হয়ে গেলেন রাজা! উনি তো সাংসদ। এমন যদি হয় যে কিছুদিন ওই সাংসদ পদ পাশে সরিয়ে রেখে পুরসভার চেয়ারম্যান করে দেওয়া যায়, দেখব উনি কেমন পুরসভা চালান।

সৌগত রায়ের দমদম লোকসভার মধ্যেই পড়ে কামারহাটি পুরসভা। অর্থাৎ দমদমে জেতার ব্যাপারে কামারহাটিতে মদন ও গোপালের উপর তাঁকে ভরসা করতেই হয়। সেই মদনই এদিন যেভাবে তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন প্রবীন নেতার জন্য ঘোর অপমানজনক বলেই মনে করছেন অনেকে।

১৯৭৭ সালের লোকসভা ভোটে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন সৌগত রায়। মদন মিত্র এদিন বলেন, সেবার সৌগত রায় ভোটে এমন রিগিং করেছিলেন যে স্থানীয় এসডিপিও-কে বদলি করে দিতে হয়েছিল। তাঁর সেই অপকর্মের জন্যই ৭৭ সাল থেকে ওখানে কংগ্রেস জিততে পারেনি। শেষমেশ বাঘের মতো লড়াই করে অর্জুন সিং তৃণমূলকে জিতিয়েছে।

সৌগত রায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে এসেছিলেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে এদিন মদন বলেন, সৌগত রায়ের একটা গুণ রয়েছে। উনি হলেন পিসি সরকারের মতো যাদুকর। কখন পাল্টি খেতে হবে কখন গিরগিটির মতো রঙ বদলাতে হবে উনি ভালই জানেন। কে বলতে পারে এখন হয়তো তাঁর মনে অন্য কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে। অনেকের ধারণা, এ কথা বলে মদন বোঝাতে চেয়েছেন, হতেই পারে সৌগত তৃণমূল ছেড়ে অন্য দলে যাওয়ার কথা বলছেন।

মদন মিত্র এখানেই থামেননি। তাঁর কথায়, সৌগত রায় গত তিন বার ধরেই বলছেন, এটাই শেষ বার। এই বার আমাকে একটু মাটি দিও। চব্বিশ সালের লোকসভা ভোট আসছে। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন যে শরিয়তে কি চারবার মাটি দেওয়ার কথা বলা আছে?

মদনের এহেন চাঁচাছোলা সমালোচনা নিয়ে সৌগতবাবু এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। তবে দলের অনেকেই এই কাদা ছোড়াছুড়িতে খুশি নন। মদন নিজেও এদিন বলেন, আমি এ সব কথা বলার জন্য দল আমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতেই পারে। তা মাথা পেতে নেব। কিন্তু দলের নিচুতলার কর্মী সমর্থকদের অপমান সহ্য করব না। তাঁদের জন্যই সৌগত রায় সাংসদ হয়েছেন, এটা যেন উনি ভুলে না যান।

রেল লাইন পেরোতে গিয়ে ইঞ্জিনের ধাক্কায় মৃত প্রৌঢ়া, গুরুতর আহত নাতি

হুগলি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): রেল লাইন পার হতে গিয়ে রেল ইঞ্জিনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ার। গুরুতর আহত হয় তাঁর কোলে থাকা দুই বছরের নাতি।

ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে হুগলি স্টেশনে। আহত শিশুটিকে ভর্তি করা হয়েছে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে। ঘটনার পর থেকে মহিলার সঙ্গে থাকা টাকার ব্যাগ উধাও। ব্যাগে ছিল নগদ ২৭ হাজার টাকা।স্থানীয় সূত্রে খবর, হুগলি আদর্শনগর রেল কোয়ার্টারে তাঁর বাড়ি, বয়স ৪৫ বছর।

মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈদ্যুতিক বাসে রাম জন্মভূমি চত্বরে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী

অযোধ্যা, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বৃহস্পতিবার ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈদ্যুতিক বাসে বসে রাম জন্মভূমি কমপ্লেক্সে পৌঁছেছেন। এখানে তাঁরা দর্শন ও পূজা-অর্চনার পাশাপাশি রাম মন্দির নির্মাণ পর্যবেক্ষণ করবেন।

আগামী ১১ নভেম্বর অযোধ্যায় আলোর উৎসবের আগে যোগী সরকারের পুরো মন্ত্রিসভা অযোধ্যায় পৌঁছেছে। প্রায় ৪ ঘন্টা অযোধ্যায় থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। দুপুর ১২টার পর আন্তর্জাতিক রামকথা জাদুঘরে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী।

যোগী আদিত্যনাথ হলেন উত্তরপ্রদেশের ইতিহাসে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি রাজ্যের রাজধানীর বাইরে মন্ত্রিসভার বৈঠক শুরু করেছিলেন। ২০১৯ সালে, কুম্ভ মেলার সময়, প্রয়াগরাজে মন্ত্রী পরিষদের একটি বৈঠকও হয়েছিল। এরপর মন্ত্রিসভার সদস্যরাও সঙ্গমে পবিত্র স্নান করেন। এছাড়া কাশীতে মন্ত্রিসভার বৈঠকও শেষ হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবার ভগবান শ্রী রাম লালার জন্মস্থান অযোধ্যায় হবে যোগী মন্ত্রিসভার বৈঠক। বৈঠক শেষে রামকথা পার্কে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সে বিষয়ে তথ্য জানানো হবে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

২০৩০ সালের মধ্যেই চন্দ্রজয়ের সংকল্প

২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে মহাকাশচারী পাঠাতে চলেছে চিন, এমনটাই ঘোষণা করা হয়েছে। তবে চিনের এই ঘোষণার অভিনব দিকটি হল, তারা শুধু নিজের দেশ নয়, বিদেশের মহাকাশচারীদেরও চাঁদে পাড়ি দেওয়ার সুযোগ দেবে। চিনের তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘোষণা করা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে মহাকাশচারী নামাবে চায়না ম্যান্ড স্পেস এজেন্সি (সিএমএসএ)।

এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন বিদেশি মহাকাশচারীরাও। বিভিন্ন দেশে সেই মর্মে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হবে। যাঁরা চাঁদের মাটিতে নামতে এবং চিনের চন্দ্র অভিযানে শামিল হতে ইচ্ছুক, তাঁরা নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

মহাকাশে নতুন একটি স্পেস স্টেশন চালু করেছে চিন। বৃহস্পতিবারই ছিল তার উদ্বোধন। সেই ঘোষণাও ওই সাংবাদিক বৈঠকেই করা হয়েছিল। সিএমএসএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর লিন শিকিয়াং জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ ভাবে মহাকাশের ব্যবহারে আগ্রহী যে সকল দেশ, চাইলে তারাও চিনের এই চন্দ্র অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং নানা ভাবে সহায়তা করতে পারে। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে অভিযান সম্পূর্ণ করতে আগ্রহী শি জিনপিংয়ের দেশ।

এর আগে চাঁদে একাধিক অভিযান করেছে চিন। তবে কোনও মহাকাশচারীকে এর আগে তারা চাঁদে পাঠায়নি। ২০৩০ সালের মধ্যে সেই মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলার লক্ষ্য রয়েছে চিনের সামনে। লিন জানিয়েছেন, চিন এখন নিয়মিত মহাকাশ অভিযান করতে সক্ষম। বছরে অন্তত দু'বার তারা মহাকাশে মানুষ পাঠাতে পারে। তাই আগামী দিনে চন্দ্র অভিযান নিয়েও আশাবাদী চিনের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা।

রক্তপরীক্ষায় বাইপোলার ডিজঅর্ডার ধরা সম্ভব, রিপোর্ট

মন খারাপ, না হতাশা, নাকি মনের আরও গভীরে বাসা বেঁধেছে কঠিন অসুখ! শরীর খারাপ হলে রক্তপরীক্ষা করে রোগ ধরে ফেলেন চিকিৎসকেরা (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে)। কিন্তু মনের অসুখে তেমন পথ কই! সেই অন্ধকার পথে আলো ফেললেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা। তাঁরা একটি গবেষণাপত্রে দাবি করেছেন, রক্তপরীক্ষাতেও বাইপোলার ডিজঅর্ডার ধরা সম্ভব।

বছর খানেক "মর্ডার্ন লাভ" নামে হলিউডের একটি ওয়েব সিরিজ দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। তার একটি গল্পের মুখ্য চরিত্রে ছিলেন অ্যান হ্যাথওয়ে। তরুণী বাইপোলার ডিজঅর্ডারের আক্রান্ত। দারুণ উজ্জ্বল ঝলমলে সুন্দরী এক মেয়ে চার দিক আলো করে রাখেন। আর হঠাত লোকচক্ষুর আড়ালে অন্ধকারে ডুবে যান। সপ্তাহ কেটে যায়, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না তরুণী। বাইপোলার ডিজঅর্ডার হল এমনই এক মনের অসুখ। হঠাত রোগীর প্রবল মন খারাপ, হতাশা দেখা দেয়। একটা লম্বা সময় ধরে সেটা চলতে থাকে। তার পর হঠাৎ সে "ভাল" হয়ে যায়। মন অস্বাভাবিক ভাবে রকম উদ্দীপনাময়, কর্মশক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে চিকিৎসকেরা একে মানসিক হতাশা বা ডিপ্রেশন ধরে নেন।

কেমব্রিজের বিজ্ঞানীরা বলছেন, নতুন গবেষণায় তাঁরা দেখিয়েছেন রক্তপরীক্ষায় ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগীর বাইপোলার ডিজঅর্ডার রয়েছে কি না, তা ধরা সম্ভব। বাকি ক্ষেত্রে রোগ ধরতে রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি "ডিজিটাল মেন্টাল হেল অ্যাসেসমেন্ট"-ও জরুরি।

পুরো বিষয়টাই অবশ্য এখনও গবেষণার স্তরে রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বর্তমানে যে পদ্ধতিতে রোগনির্ণয় করা হয়, তার সঙ্গে রক্তপরীক্ষার বিষয়টিও যুক্ত করতে হবে। রোগীর মানসিক স্থিতির সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক কী বা এর উৎস ঠিক কোথায়, তা-ও জানা সম্ভব হবে। "জামা সাইকায়াট্রি" জার্নালে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বের জনসংখ্যার ১ শতাংশ বাইপোলার ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত। অর্থাৎ কমপক্ষে ৮ কোটি। কিন্তু এর মধ্যে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভুল রোগনির্ণয় হয়। ধরে নেওয়া হয় ডিপ্রেশন বা হতাশা। এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত কেমব্রিজের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক জেকুব টোমাসিক বলেন, "বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা যখন হতাশায় ভোগেন, তখন ডাক্তারের কাছে যান। তাঁদের মনের হাইপারঅ্যাকটিভ বা অতি-উদ্যমী অংশটা ডাক্তারকে জানান না। চিকিতকও রোগ ধরতে পারেন না। তাঁরা ভাবে রোগী ডিপ্রেশনে আক্রান্ত।"

কেমব্রিজের গবেষণার নেতৃত্বে রয়েছেন অধ্যাপক সেবিন বান। তিনি বলেন, "বাইপোলার ডিজঅর্ডারের সঙ্গে ডিপ্রেশন বা হতাশার মিল রয়েছে। কিন্তু দু'টোর চিকিৎসা আলাদা।" সেবিনের কথায়, "বাইপোলার ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত কোনও রোগীকে যদি শুধু অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্ট দেওয়া হয়, মুড স্টেবিলাইজার (মনকে স্থিতিশীল করার ওষুধ) না দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে রোগীর মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটার (উন্মাদও হয়ে যেতে পারেন) আশঙ্কা বাড়ে।" বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই কারণে দ্রুত ও সঠিক রোগনির্ণয় জরুরি। রক্তপরীক্ষায় যদি রোগ ধরা সম্ভব হয়, সে ক্ষেত্রে রোগী শুরু থেকে সঠিক চিকিৎসা পাবেন। চিকিৎসকদের উপর থেকেও চাপ কিছুটা কমবে।

কেমব্রিজের গবেষণায় ৩ হাজার রোগী অংশ নিয়েছিলেন। প্রত্যেকের মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করতে ৬০০ প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাঁদের অতীত, বর্তমান, পরিবারের ইতিহাস, তাঁরা কখনও অত্যাচারিত হয়েছেন কি না, যাবতীয় সব জানা হয়। মানসিক বিশ্লেষণের পরে ৩ হাজার জনের মধ্যে ১ হাজার অংশগ্রহণকারীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তার পরে রক্তে উপস্থিত ৬০০ মেটাবোলাইটস (বিপাকজাত পদার্থ) বিশ্লেষণ করা হয় "মাস স্পেকট্রোমেট্রি" পদ্ধতির সাহায্যে। পরীক্ষা শেষে বিজ্ঞানীরা বাইপোলার রোগীদের শরীরে নির্দিষ্ট একটি বায়োমার্কার খুঁজে পান।

সেবিন বলেন, বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে রোগীর মনের বিশ্লেষণ জরুরি। কিন্তু বায়োমার্কার পরীক্ষা রোগনির্ণয়কে সহজ করবে। দ্রুত রোগ ধরা পড়বে। "বিজ্ঞানী টোমাসিকের কথায়, "মনের রোগের সঙ্গে কিন্তু শরীরের যোগ রয়েছে। রোগীদেরও এটা জানা দরকার, সবটা তাঁদের মনে নেই। এটা (বাইপোলার ডিজঅর্ডার) একটা অসুখ, যা অন্য সব রোগের মতো শরীরেরও ক্ষতি করে।"

কাঠের আসবাবের দাগ তুলবেন কী ভাবে?

বাড়িতে শিশু থাকলে আসবাব দাগহীন থাকবে, এমন আশা করা বৃথা। রঙের দাগ, খেলনার আঁচড়, সবই জমা হতে থাকে সাধের আসবাবে। মোছামুছি, পরিষ্কার করেও এই দাগ দূর করা যায় না। সাজানো-গোছানো বাড়িতে দাগযুক্ত আসবাব কিন্তু একেবারেই মানানসই নয়। তবে আসবাব দাগছোপ মুক্ত রাখার কিছু ঘরোয়া উপায় রয়েছে।

সেগুলি জানা থাকলে আর কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

১) কাঠের আসবাব থেকে দাগছোপ দূর করা সহজ নয়। তবে পাতিলেবুর রসের উপর ভরসা রাখলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আসবাবের গায়ে যে অংশে দাগ লেগেছে, সেখানে তুলোয় করে পাতিলেবুর রস লাগিয়ে কিছু ক্ষণ রেখে দিন। কয়েক দিন ব্যবহার করলে দাগছোপ উঠে যাবে।

২) কাঠের আসবাব থেকে দাগ তুলতে ভরসা রাখতে পারেন নেলপালিশ রিমুভারের উপর। রিমুভারে থাকা স্পিরিট অনেক জেদি দাগও ফিকে করে তোলে।

৩) কাঠের আসবাব থেকে দাগছোপ, ময়লা দূর করতে ব্যবহার করতে পারেন ভিনিগার। তবে শুধু ভিনিগার ব্যবহার করলে চলবে না। ভিনিগারের সঙ্গে জল মিশিয়ে কাঠের আসবাবের গায়ে মাখিয়ে রাখুন। দেখবেন, দাগছোপ চলে গিয়েছে।

কাঠের আসবাব থেকে দাগছোপ দূর করা সহজ নয়। ছবি: সংগৃহীত।

৪) কাঠের আসবাব থেকে দাগছোপ দূর করতে শিশুদের তেলও কিন্তু কম উপকারী নয়। কাঠের আসবাবের গায়ে তেল ভাল করে মাখিয়ে রাখুন কিছু ক্ষণ। তেল যে কোনও দাগছোপ ফিকে করে তুলতে পারে।

৫) কাপড় কাচার গুঁড়ো সাবানও কিন্তু আসবাবের জেদি দাগছোপ দূর করতে সমান কার্যকর। এক কাপ মতো জলে দু'চামচ ডিটারজেন্ট মিশিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। তার পর আসবাবের গায়ে ভাল করে মাখিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে দিন। সুতির কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই ময়লা, দাগ উঠে যাবে।

মোচার পাতুরি

মাছ-মাংসের পাশাপাশি নিরামিষ রান্নার আয়োজনও করতে হবে। কারণ, অনেকেই আমিষ খান না। কিন্তু নিরামিষ পদ বলতে হয় পনির, নয়তো সেই পটল। মোচা রাঁধলেও মন্দ হয় না। কিন্তু মোচার ঘণ্টতে চিংড়ি না পড়লে তার স্বাদ খোলে না। তবে নিরামিষ পদ হিসাবে বহু পুরনো মোচার পাতুরি কিন্তু বেশ জনপ্রিয়।

চাইলে তা-ও রেঁধে ফেলতে পারেন। কী ভাবে রাঁধবেন? রইল রেসিপি।

উপকরণ

মোচা: ৪ কাপ

পোস্ত, সর্ষে এবং কাঁচালঙ্কা বাটা: ২ টেবিল চামচ

নারকেল কোরা: ৩ টেবিল চামচ

সর্ষের তেল: ৪ টেবিল চামচ

নুন: স্বাদ অনুযায়ী

হলুদ: এক চিমটে

চিনি: স্বাদ অনুযায়ী

কলাপাতা: ছোট টুকরো ৪-৫টি

প্রণালী

১) প্রথমে মোচা কেটে ভাল করে ধুয়ে নিন।

২) তার পর নুন, হলুদ দিয়ে ভাল করে সেদ্ধ করে রাখুন।

৩) এ বার সেদ্ধ মোচা শিলে বা মিক্সিতে বেটে নিন।

৪) মোচা বাটার সঙ্গে মিশিয়ে নিন সর্ষে-পোস্ত এবং কাঁচালঙ্কা বাটা।

৫) এ বার নুন, চিনি এবং নারকেল কোরা মিশিয়ে বেশ কিছু ক্ষণ ঢেকে রাখুন। ৬) কলাপাতা ভাল করে ধুয়ে, মুছে রাখুন। ৭) এ বার গরম চাটু বা কড়াইতে কলাপাতা একটু সেঁকে নিন। পাতুরি মুড়তে সুবিধে হবে। ৮) এর পর কলাপাতার মধ্যে ২ চামচ মোচা বাটা নিয়ে পাতুরির মতো মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলুন। ৯) চাটু বা কড়াতে সামান্য তেল দিয়ে কলাপাতা মোড়া পাতুরিগুলো এ পিঠ ও পিঠ করে সেঁকে নিন। ১০) খেয়াল রাখবেন যেন পুড়ে না যায়। হয়ে গেলে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

এগরোলের স্বাদ বদলে যেতে পারে সহজেই

স্কুলের টিফিন বাক্সে রোজ রোজ নতুন খাবার কী দেওয়া যায় বলুন তো? স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বাড়ি থেকে যা-ই দেওয়া হয়, তা পেটে যায় না। প্রায়শই বাড়িতে ফিরে আসে। অথচ রাস্তার পাশে রোল, চাউমিনের দোকানের সামনে দিয়ে গেলে খুদেকে ধরে রাখা দায়। এই জাতীয় মুখরোচক খাবার স্বাদে ভাল হলেও রোজ রোজ খাওয়া উচিত নয়।

মাঝেমধ্যেই বাড়িতে এগরোল তৈরি করে দেন। কিন্তু পর পর দু''দিন খেলেই তার মুখ ব্যাজার হয়ে যায়। তবে খুদের মন জয় করতে এগরোল বানাতে পারেন নুডলের পুর দিয়ে। খেতে যেমন ভাল হবে, তেমন পেটও ভরবে। এই ধরনের রান্না একটু সময় সাপেক্ষ, তাই আগের দিন রাতে চাউমিনের পুর তৈরি করে রাখা যেতেই পারে। কিন্তু কী ভাবে তৈরি করবেন? রইল রেসিপি।

উপকরণ

রোলের পুর তৈরি করার জন্য:

নুডল: ১ প্যাকেট

পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ

ক্যাপসিকাম কুচি: আধ কাপ

গাজর কুচি: আধ কাপ

রসুন কুচি: ২ টেবিল চামচ

ডিম: ২টি

টোম্যাটো সস: ২ টেবিল চামচ

সয়া সস: ১ টেবিল চামচ

নুন: স্বাদ অনুযায়ী

সাদা তেল: ২ টেবিল চামচ

রোলের জন্য:

ময়দা: আধ কাপ

আটা: আধ কাপ

নুন: স্বাদ অনুযায়ী

সাদা তেল: ৪ টেবিল চামচ

ডিম: ৪টি

গোলমরিচ গুঁড়ো: ১ চা চামচ

শসা কুচি: আধ কাপ

পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ

লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ

প্রণালী

১) যে ভাবে বাড়িতে চাউমিন তৈরি করেন, সেই ভাবে প্রথমে রোলের পুর তৈরি করে নিন।

২) এ বার রোল তৈরি করার জন্যে প্রথমে আটা, ময়দা মিশিয়ে তার মধ্যে সামান্য নুন এবং সাদা তেল দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। আধঘণ্টা রেখে দিতে পারলে ভাল হয়।

৩) এ বার মণ্ড থেকে লেচি কেটে বেলে নিন।

৪) চাটুতে প্রথমে রুটির মতো সেঁকে রাখুন।

৫) অন্য একটি চাটুতে তেল দিয়ে ডিম ভেঙে দিয়ে দিন।

৬) পুরো ভাজা হওয়ার আগেই তার উপর চাপিয়ে দিন রুটির পরত। এবার উল্টে পাল্টে ভাল করে ভেজে নিন।

৭) ভাজা পরোটার ভিতর প্রথমে অল্প চাউমিনের স্তর সাজিয়ে দিন।

৮) উপর থেকে শসা, টোম্যাটো এবং পেঁয়াজ কুচিও দিতে পারেন।

৯) অনেকে রোলের মধ্যে লেবুর রস দিতেও পছন্দ করেন।

১০) এ বার রোলের আকারে মুড়ে গরম গরম পরিবেশন করুন চাউমিন ভরা এগরোল।

চোখ সুরক্ষিত রাখতে কী কী মেনে চলবেন?

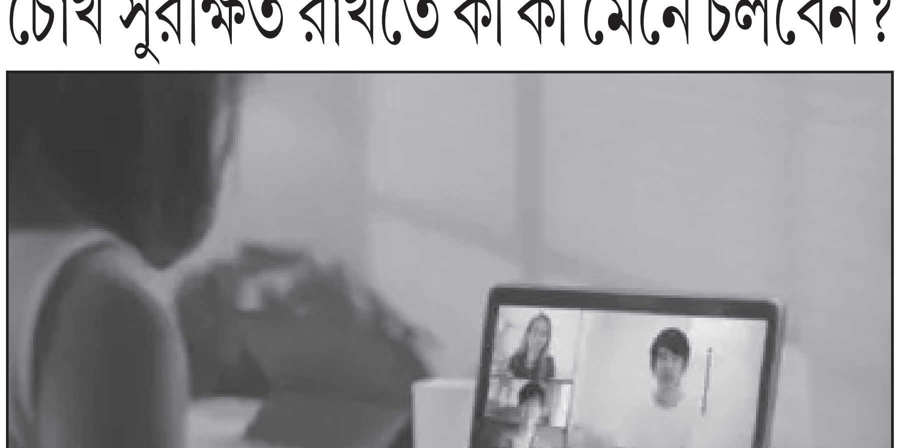

সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার অ্যালার্ম থেকে রাতে শুতে যাওয়ার আগে ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করানোর অ্যাপ সবই রয়েছে মুঠোফোনে। এ ছাড়া, সারা দিন কাজের জন্য ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে থাকা তো আছেই। ইচ্ছে না করলেও গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে যন্ত্রনির্ভর হতেই হয় আমাদের।

আর এই যন্ত্রের প্রতি অত্যধিক নির্ভরশীলতাই কিন্তু চোখের ক্ষতির কারণ। চোখে ব্যথা, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়া কিংবা চোখ থেকে জল পড়ার মতো লক্ষণগুলি এই প্রজন্মের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। চিকিৎসা পরিভাষায় যা "ডিজিটাল আই স্ট্রেন" নামেও পরিচিত। চিকিতকেরা বলছেন, ডিজিটাল যন্ত্রের দিকে একটানা অনেক ক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পছন্দের সিরিজের প্রতিটি পর্ব শেষ না করে শৌচাগারে উঠতে পারেন না অনেকেই। আর এই ভুলেই চোখের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বহুগুণে বেড়ে যায়। তাই যত গুরুত্বপূর্ণ কাজই করুন না কেন, কাজের মাঝে বিরতি নেওয়া জরুরি।

ডিজিটাল আই স্ট্রেন হলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

দীর্ঘ ক্ষণ ফোন কিংবা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থাকলে ড্রাই আই-এর সমস্যা হতে পারে। কাজ করতে করতে হঠাতচোখ ঝাপসা হয়ে যেতে পারে। চোখে আর্দতার স্তর নষ্ট হতে পারে। এ ছাড়া, চোখের পেশি ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে। ফলে অনেকেরই চোখের পলক ফেলতেও কষ্ট হয়।

চোখ সুরক্ষিত রাখতে কী কী মেনে চলবেন?

১) ২০-২০-২০ নিয়ম মেনে চলতে হবে

ফোন কিংবা ল্যাপটপে যে কাজই করুন না কেন, প্রতি ২০ মিনিট অন্তর ২০ সেকেন্ড ধরে ২০ ফুট দূরত্বে থাকা নির্দিষ্ট কোনও একটি বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

দীর্ঘ ক্ষণ ফোন কিংবা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থাকলে ড্রাই আই-এর সমস্যা হতে পারে।

২) বার বার চোখের পলক ফেলা

চোখের পলক না ফেলে এক ভাবে কোনও দিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না। যত মনোরম দৃশ্যই হোক না কেন, মাঝেমধ্যেই চোখের পলক ফেলার অভ্যাস করতে হবে।

৩) দূরত্ব বজায় রাখা

বিছানায় শুয়ে কিংবা টেবিল বুকের কাছে টেনে এনে, গা হেলিয়ে কম্পিউটারে কাজ করতে কিংবা ফোনে সিরিজ দেখতে ভালই লাগে। কিন্তু চোখের ক্ষতি করতে না চাইলে এই ধরনের যন্ত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখাই ভাল।

বিয়ের পর প্রথম একান্ত যাপনের ঠিকানা হতে পারে দক্ষিণ ভারতের পাঁচ শহর

কাজের জন্য বেশ কয়েক বছর থাকতে হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। তখনই ঠিক করে ফেলেছিলেন, বিয়ের পর মনের মানুষটিকে নিয়ে প্রথম বার এখানেই ঘুরতে আসবেন। তবে দক্ষিণ ভারত তো ছোট্ট একটু জায়গা নয়। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, ঝরনা, হ্রদ, উদ্যান এবং চা বাগানের অপার সৌন্দর্যে ঘেরা এই জায়গা। সেখানকার মনোরম আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য সারা বছর সেখানে পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে।

তবে বিয়ের পর প্রথম একসঙ্গে ঘুরতে যাওয়া বা মধুচন্দ্রিমা একটু আলাদা করে রাখতেই হয়। মধুর সেই যাপনকে স্মরণীয় করে তুলতে তালিকায় রাখতে পারেন দক্ষিণের পাঁচ শহরকে।

১) উটি- নীলগিরি পর্বতের কোলে তামিলনাড়ুর ছোট্ট শহর উটি। বাঙালি অবশ্য উটিকে চিনতে শিখেছে "ছাঁইয়া ছাঁইয়া" গানের সঙ্গে ট্রেনের উপর শাহরুখ খানের নাচ দেখে। পাহাড়, লেক এবং চা বাগানের সৌন্দর্য মনে রাখার মতো। মনের মানুষের সঙ্গে পাহাড় চূড়োয় নির্জন কোনও আস্তানা বেছে নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারেন কয়েকটা দিন। উটি কিংবা এমারেল্ড হ্রদে নৌকাবিহারও মনে রাখার মতো।

২) কুর্গ- পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোলে কোদাগু জেলার ছোট্ট একটি জনপদ কুর্গ। উঁচু-নিচু পাহাড়, আঁকাবাঁকা পথ, অবিশ্রান্ত গতিতে বয়ে চলা ঝরনা এবং কফির খেত। ছোটবেলায় গ্রিটিংস কার্ডে আঁকা গ্রামের ছবিই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এখানে। চাইলে মনের মানুষটির সঙ্গে রিভার র্যাফটিং করতে পারেন কাবেরী নদীতে। মন্দির এবং বৌদ্ধমঠের নিশ্চিদ্র নীরবতা উপভোগ করার মতো।

৩) মুন্নার- কেরলের জনপ্রিয় শৈলশহর হল মুন্নার। ৫,২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই শহরের প্রায় সারা বছরই বিরাজ করে শীত। কোচি থেকে মুন্নারের দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। দীর্ঘ এই যাত্রাপথের ক্লান্তি ভুলিয়ে দিতে পারে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পাহাড়ের ধাপে ধাপে চা বাগান, বিভিন্ন মশলার বাগান, ঝর্না, হ্রদ এবং নদী এই সবই রয়েছে মুন্নারে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে, মেঘ-বৃষ্টির খেলা দেখতে দেখতে মনের মানুষটিকে নিয়ে হারিয়ে যেতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে পারেন মুন্নারে।

৪) পুদুচেরি-মনের মানুষটির সঙ্গে দু'দণ্ড মুখোমুখি বসতে চাইলে চলে আসতে পারেন পুদুচেরি। সমুদ্রসৈকতের নির্জনতা আর অপার শান্তির ঠিকানা হল এই পুদুচেরি। এই শহরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঋষি অরবিন্দ এবং শ্রীমায়ের স্মৃতি। এক সময়ের উপনিবেশ এই পুদুচেরিতে এখনও ফরাসি প্রভাব স্পষ্ট। সারা বছরই বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা চলে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে এসে খুব ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করেন না অনেকেই। তাঁদের জন্য এই সৈকতশহর। ৫) আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মধুচন্দ্রিমার গন্তব্য হিসাবে এখন অনেকেই দেশের বাইরে মালয়েশিয়া, বালি, মলদ্বীপকে বেছে নিচ্ছেন। তবে হাতের কাছে আন্দামান নিকোবর থাকতে একগাদা খরচ করে বিদেশ যাওয়ার কাজের কথা নয়। স্কুবা ডাইভিং-সহ আধুনিক বিভিন্ন জলক্রীড়ার ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। এ ছাড়া রয়েছে একাধিক সমুদ্রতট। মধুচন্দ্রিমার গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়া যেতেই পারে এই দ্বীপপুঞ্জ।

রোহিঙ্গাদের ভারতে ঢুকিয়ে জঙ্গি কার্যকলাপে ব্যবহারের অভিযোগ

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যে মানুষ পাচারের অভিযোগের সঙ্গে মিলল পাকিস্তান যোগ। রোহিঙ্গাদের ভারতে ঢুকিয়ে জঙ্গি কার্যকলাপে ব্যবহার করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার এমনই বিস্ফোরক দাবি করেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি।

এনআইএ সূত্রে খবর, এই কাজের জন্য চক্রীরা অন্যতম করিডর বানিয়ে ফেলেছে উত্তর ২৪ পরগনাকে। সূত্রের খোঁজে বুধবার এই জেলার বারাসাত, গাইঘাটা ও হাবড়ায় তল্লাশিও চালায় এনআইএ।

কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, বাংলাদেশ আর মায়ানমার থেকে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে ঢোকানো হচ্ছে রোহিঙ্গাদের। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে কয়েক বছর থাকছে তারা। তারপর জাল বার্থ সার্টিফিকেট, আধার কার্ড থেকে শুরু করে জাল পাসপোর্ট তৈরি করে বাড়ি কিনছে।এই পুরো প্রক্রিয়ায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে জঙ্গি সংগঠনগুলি। পাশাপাশি জঙ্গি কার্যকলাপে উৎসাহিত করতে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে চলছে মগজ ধোলাই। এনআইএ সূত্রে দাবি, দেশে এধরনের বেশ কিছু মডিউলের সন্ধান মিলেছে, যেগুলি পকিস্তান থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে বলে অনুমান।

৪টি মানব পাচারের মামলায় পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, রাজস্থান সহ ১০টি রাজ্যের ৫৫টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে এনআইএ। এরাজ্য থেকে সঞ্জীব দেব, বিকাশ সরকার ও রাজু রুদ্র নামে ৩ জনকে বুধবার গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

ধৃতদের মধ্যে সঞ্জীব দেব এ রাজ্যেরই বাসিন্দা। রাজু রুদ্র বাংলাদেশি বলে সন্দেহ এনআইএ-র। সেখানে তাঁর ২টি বাড়ি রয়েছে। ধৃত বিকাশ সরকার ঢাকার বাসিন্দা। গোটা দেশে তল্লাশিতে মোট ৪৪ জনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ।

খাস কলকাতায় উদ্ধার প্রায় ১২ লক্ষ টাকার জাল নোট, ধৃত ১

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : গোপন সূত্রের খবর পেয়ে বুধবার রাতে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স একটি বাড়ি থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম আফজল শেখ। তার কাছ থেকে ৫০০ টাকার মোট ২ হাজার ৪০০ টি আধুনিক নোট উদ্ধার করা হয়েছে। পরে সেগুলি পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় প্রত্যেকটিই নকল।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগরে। কলকাতার নারকেলডাঙা থানা এলাকা থেকে তাকে ধরা হয়। জাল নোট নিয়ে এই ব্যক্তি মালদা থেকে কী কারণে কলকাতায় এসেছিল তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ট্রাস্ক ফোর্স-এর আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, আফজল শেখ আন্তর্জাতিক জাল নোট পাচারকারী দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, 'আমরা প্রতিনিয়ত কলকাতা পুলিশ, পার্শবর্তী জেলা এবং রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কাজ করি। এছাড়াও একাধিক সোর্স মারফৎ আমাদের কাছে আগাম খবর থাকে যে কোনও ব্যক্তি জাল নোট নিয়ে কোন জায়গায় কী করতে যাচ্ছে।' ওই আধিকারিকের দাবি, 'সেই মতো আফজলের গতিবিধির আগাম খবর ছিল পুলিশের কাছে। ঠিক সেই মতোই জাল বিছানো হয়েছিল।' জানা গিয়েছে, মূলত গোয়েন্দারা আফজলের কাছ থেকে জানতে চাইছে, সে ওই বিপুল পরিমাণের জাল নোট কোথা থেকে পেয়েছে? এর পাশাপাশি, ওই টাকা নিয়ে কী উদ্দেশে মালদা থেকে কলকাতায় সে এসেছিল, তার সঙ্গে আর কারা কারা এই চক্রে যুক্ত রয়েছে, তাও জানতে চায় গোয়েন্দারা।

রিপোর্ট আগাম 'ফাঁস' নিয়ে মহুয়ার অভিযোগপত্র স্পিকারকে

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : এথিক্স কমিটির গোপন রিপোর্টের খসড়া ফাঁস হল কী ভাবে? তা-ও আবার একটি নির্দিষ্ট সংবাদমাধ্যমের হাতে গেল কী করে? এমনই সব প্রশ্ন তুলে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

বৃহস্পতিবার স্পিকারকে লেখা চিঠিতে মহুয়া এমন ঘটনাকে বিশেষ অধিকার লঙ্ঘনের সামিল বলে দাবি করেছেন। একটি সংবাদমাধ্যম দাবি করে, তৃণমূল সাংসদ মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ করা হোক, এমনটাই সুপারিশ করেছে লোকসভার এথিক্স কমিটি। এ নিয়ে আলোচনার মাত্রা বাড়ছে। তার প্রেক্ষিতেই মহুয়ার এই চিঠি। ওই সংবাদমাধ্যমটি জানায়, ৫০০ পাতার ওই রিপোর্টে মহুয়ার বিরুদ্ধে আইনি তদন্তের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, মহুয়ার কাজ 'অত্যন্ত আপত্তিকর, অনৈতিক এবং অপরাধমূলক'। তাঁর লোকসভার সদস্যপদ খারিজ করা উচিত বলে মনে করে কমিটি। লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনে এথিক্স কমিটির এই খসড়া রিপোর্ট স্পিকারের কাছে জমা দেওয়া হবে।

রজতজয়ন্তী বর্ষে ২০ ফুট উচ্চতার শ্যামা মা এবারের আকর্ষণ

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : হাতে আর মাত্র তিনদিন। এর পরই শ্যামা মায়ের পুজো, দীপাবলির আনন্দে মেতে উঠবে ৮ থেকে ৮০। পূজা কমিটিগুলির শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা তুঙ্গে। মণ্ডপ থেকে থিম, প্রতিমা থেকে আলোকসজ্জা সবেতেই জোরকদমে চলছে কাজ। ঠিক একই চিত্র দেখা গেছে সীমান্ত শহরের শ্যামাপ্রসাদ রোড-বিপিন পাল রোড ও শিলচর রোডের সর্বজনীন কালীপূজা কমিটির।

ক্লাব কুসুমাঞ্জলির পরিচালনায় কাঁধে কাধ মিলিয়ে চলছে প্রস্তুতি। এবার ক্লাবের রজতজয়ন্তী বর্ষ। তাই বাড়তি পাওনা। সেরার লড়াইয়ে এবার আরও একধাপ এগিয়ে তারাও। করিমগঞ্জের কালী পূজাগুলির মধ্যে কুসুমাঞ্জলি বরাবরই এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। পুজোর থিম, মূর্তি, আলোকসজ্জা সবকিছুতেই প্রতিবারই একটা অভিনবত্ব আশা করেন করিমগঞ্জবাসী। এবারও তার অন্যথা হবে না।

জেলার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রতিমা তৈরি করছেন তাঁরা। ২৫-তম বর্ষে প্রধান আকর্ষণ ২০ ফুট উঁচু এবং ৩৩ ফুট প্রস্তের বিশাল কালী মূর্তি। মূর্তি তৈরি করছেন বরাক উপত্যকার প্রতিষ্ঠিত করিমগঞ্জের 'প্রতিমা শিল্পালয়'-এর মৃৎশিল্পী। শ্যামা মা ছাড়া থাকছেন চৈতন্য ও কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ ও মীরাবাঈ। ইতিমধ্যে এই পুজো জনমানসে দারুণ প্রভাব ফেলেছে। যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী, সেই বিশ্বাসকে পাথেয় করে এবার থিম রচিত হয়েছে কুসুমাঞ্জলির। তার ভিত্তিতেই গড়ে তোলা হচ্ছে পুজোর মণ্ডপ।

কুসুমাঞ্জলির এবারের পুজো-বাজেট আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে শুধু প্রতিমা বাবদ বাজেট ১ লক্ষ টাকা। জেলার সর্বোচ্চ কালী প্রতিমা ও থিমের আকর্ষণ ছাড়াও থাকছে নজরকাড়া আলোকসজ্জা। সব মিলিয়ে জেলার এবার অন্যতম সেরা আকর্ষণীয় কালী পুজো হয়ে উঠতে চলেছে কুসুমাঞ্জলি ক্লাবের পুজো। এ বছর ক্লাবের মণ্ডপ সৃজনে রয়েছেন স্থানীয় শিল্পী পরিমল সাহা। বাহারি আলোকসজ্জায় রয়েছেন শিল্পী নিপ্পন কর। এবারের পুজোয় সভাপতি হিসেবে শুভঙ্কর দেবরায়, সম্পাদক পদে কেশব দাস এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে রয়েছেন দেবজ্যোতি দেব ও শুভঙ্কর দাস।রজতজয়ন্তী বর্ষের পুজো উপলক্ষ্যে নানা কার্যসূচিও গ্রহণ করেছেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ১১ নভেম্বর বিকেল সাড়ে তিনটায় মণ্ডপের উদ্বোধন করবেন করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভাসানন্দজি। এদিন রজতজয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ক্লাব কুসুমাঞ্জলির থিম সংগীতও উদ্বোধন হবে। এর পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হবে। ১২ নভেম্বর মায়ের পুজো, অঞ্জলি প্রদান এবং রাতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। ১৩ নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় আরতি এবং রাত আটটা থেকে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৪ নভেম্বর সকাল আটটা থেকে বিশ্বশান্তি কামনায় সপ্তসতী চণ্ডী মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। বেলা ১-টা থেকে প্রসাদ বিতরণ, সন্ধ্যা সাতটায় আরতি এবং রাত আটটা থেকে শুরু হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় আরতি এবং ১৬ নভেম্বর বিকেল পাঁচটায় মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জন করা হবে করিমগঞ্জের বিসর্জন ঘাটে।

উদ্যোক্তাদের দাবি, জেলায় এই প্রথম এত বড় কালী প্রতিমা দেখা যাবে। সকলকে চমকে দিতে চলছে শহরের শ্যামাপ্রসাদ রোড-বিপিন পাল রোড ও শিলচর রোডের সর্বজনীন কালীপূজা কমিটি। গত বছরও দর্শনার্থীদের মনে জায়গা করেছিল এই ক্লাব। তাই তাঁদের এ বছরের প্যান্ডেলে দর্শকদের ঢল নামবে বলে আশাবাদী কর্মকর্তারা।

রাস্তায় ঘোড়ার পাগলামিতে হুলুস্থুলু

হুগলি, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : দ্রুতগামী গাড়ি চলার রাস্তায় চলছে ঘোড়া নিয়ে সওয়ারি। কিন্তু আচমকা মাথা গরম করে ঘোড়া গুঁতোল এক সাইকেল আরোহীকে। এনিয়ে হুলুস্থুলু হুগলির পোলবার সুগন্ধার বাগপাড়ার চুঁচুড়া-তারকেশ্বর রোড। আটক ঘোড়া ও তার সওয়ারিকেও আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে ওই রাস্তা দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। সুগন্ধা পূর্বপাড়া থেকে সাইকেলে গোটু বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন জয়দেব পাল। মাঝরাস্তায় আচমকাই কালো ঘোড়া খেপে যায়। প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে রাস্তায় ঘোড়াটি এলোমেলো দৌড়োদৌড়ি শুরু করে। তার পর আচমকাই জয়দেবের সাইকেলে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘোড়ার ধাক্কার অভিঘাতে রাস্তায় ছিটকে পড়েন জয়দেব। উল্টে পড়ে সাইকেলটিও। জয়দেবের পিছন পিছন আসছিল একটি স্কুটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটিটি ধাক্কা মারে জয়দেবকে। উল্টে পড়ে স্কুটিও। এতে রাস্তায় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অনেক কষ্টে ঘোড়াটিকে নিয়ন্ত্রণে আনেন ঘোড়সওয়ার। স্থানীয়রা জয়দেবকে প্রাথমিক চিকিৎসা করানোর পর চুঁচুড়ার ইমামবড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই বর্তমানে জয়দেবের চিকিৎসা চলছে। কেন ঘোড়াটি মাঝরাস্তায় বিগড়ে গেল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী আশুতোষ ট্যান্ডন, শোক প্রকাশ রাজনাথ সিংয়ের

লখনউ, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা লখনউ পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক আশুতোষ ট্যান্ডন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। লখনউয়ের মেদান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। আশুতোষ ট্যান্ডনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং লখনউ পূর্বের বিধায়ক আশুতোষ ট্যান্ডন ওরফে ''গোপালজি''র মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।

রাজনাথ সিং এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন, গোপালজির রাজনৈতিক জীবন লখনউয়ের মানুষের সেবায় নিবেদিত ছিল। দলকে শক্তিশালী করতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। লখনউ ও রাজ্যের উন্নয়নে তিনি যে কাজ করেছেন তা সর্বদা স্মরণে থাকবে। শোকের এই মুহুর্তে আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। ওম শান্তি।

কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ, হেমতাবাদে গ্রেফতার বাংলাদেশী নাগরিকসহ ২জন

হেমতাবাদ ৯ নভেম্বর (হি.স.) : কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করতেই দুইজনকে গ্রেফতার করল ১৭৫ নম্বর ব্যাটালিয়ানের বিএসএফ। বুধবার রাতে চৈনগর বিওপি দিয়ে ওই দুই যুবক ভারতে প্রবেশ করে। তারপরই তাদের গ্রেফতার করে বিএসএফ। তাদের হেমতাবাদ থানার পুলিশের হাতে অভিযুক্তদের তুলে দেয়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সফিক ইসলাম (২৩) বাংলাদেশের, বিরল থানার, দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা। অপরজন সাদিকুল ইসলাম (২৫) বাড়ি চাকুলিয়ার খিকিরতলায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হবে। তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশি টাকা, মোবাইল, বাংলাদেশি সিম, সিগারেটের প্যাকেট সহ একাধিক জিনিস পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সাদিকুল ইসলাম বাংলাদেশে মাসির বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের যোগ দিতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ভারতে প্রবেশ করার জন্য বাংলাদেশি এক দালালকে ধরে, সেই দালাল ৫০০০ টাকার বিনিময়ে ওই যুবক সহ এক বাংলাদেশি যুবককে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার দিয়ে পার করায়। সেইসময় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। হেমতাবাদ থানা আইসি অভিজিৎ দত্ত বলেন, 'একজন বাংলাদেশি সহ দুজনকে গ্রেফতার করেছে ১৭৫ নম্বর ব্যাটালিয়ানের বিএসএফ। তদন্ত চলছে।'

উত্তর দিনাজপুরে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী

ইটাহার, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : মায়ের উপর অভিমান ! উত্তর দিনাজপুরে জমিতে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। বুধবার গভীর রাতে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে সিসিইউ বিভাগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত হবে বলে জানা গিয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম জাসমিনা খাতুন (১৩)। বাড়ি ইটাহার থানার সুরুন (২)গ্রাম পঞ্চায়েতের পালইবাড়ি গ্রামে। গতকাল ভাই ও বোনের মধ্যে টিভি দেখা নিয়ে গণ্ডগোল হয়। সেই ঘটনায় মা ওই নাবালিকাকে বকা দিয়েছিল। মায়ের উপর অভিমান করে

দীপাবলিতে চন্দননগরের আলোর জাদু অযোধ্যার রাম মন্দিরেও

উত্তরপ্রদেশ, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : দীপাবলিতে আলোয় সাজছে চন্দননগর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ। এই সঙ্গে ঝলমল করবে রাম মন্দিরও। আগামী বছর আনুষ্ঠানিকভাবে রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে। সেই সময়ও চন্দননগরের আলোতেই ভরে উঠবে মন্দির প্রান্তর। বাংলার শিল্পীদের হাতের কাজে স্বপ্নপুরীতে পরিণত হবে অযোধ্যা।

চন্দননগরের আলোকসজ্জার নামডাক দীর্ঘকালের। বাংলার শিল্পীদের হাতের কাজেই রাম মন্দিরের সামনে কয়েক কিলোমিটার জুড়ে সাজানো হয়েছে আলোর কারুকার্য। এখন থেকেই শুরু হয়েছে তার প্রাথমিক প্রস্তুতি। চারিদিকে আলোর ফোয়ারা।

সূত্রের খবর, চন্দননগরের সাহা ইলেকট্রনিক্স এবার অযোধ্যা সাজানোর বরাত পেয়েছেন। নদীর ধার, রাস্তা, নির্মীয়মাণ মন্দিরের আশেপাশের জায়গা সাজানো হয়েছে তাদেরই হাতের কাজে। দুর্গাপুজোর আগে থেকেই এই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আলো লাগানোর কাজে গিয়েছেন মোট ৬০ জন কারিগর। সব মিলিয়ে বাংলার কারিগরদের হাতের জাদুতে মায়াপ্রাসাদে পরিণত হয়েছে রাম মন্দির। অযোধ্যা ছাড়াও সুদূর চিত্রকূটও সাজছে চন্দননগরের আলোয়। আলোকশিল্পীরা জানিয়েছেন, ''চন্দননগরের আলোয় জ্বলজ্বল করবে মায়া নগরী, আলোর রোশনাইয়ে ভরে উঠবে রাম মন্দির''।

ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সরাসরি সরকারি টাকা লুটের দাবি

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ইডি-র কাছে চাঞ্চল্যকর বয়ান দিল মূল অভিযুক্ত বাকিবুর রহমান। সূত্রের খবর, জেরার সময় বাকিবুর স্বীকার করেছেন যে তাঁর অনেক কর্মী এবং তাঁদের আত্মীয় পরিবার-পরিজনদের নামে থাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলোকে ব্যবহার করা হত ধান দুর্নীতির কাজে। গরিব চাষিদের হকের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের টাকাও লুট করত চাল থেকে আটা কলের মালিকেরা। কী ভাবে চলত এই দুর্নীতি? এবার তদন্তে ফাঁস সেই তথ্য। কৃষকদের থেকে ধান কেনার নামে ভুয়ো কৃষকদের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আত্মসাৎ করার বিষয়ে মামলা হয় কলকাতা পুলিশের ভবানীপুর ও বালিগঞ্জ থানায়।

ভবানীপুর থানায় ২০১৮ সালে ২৪ অগাস্ট একটি মামলা ও বালীগঞ্জ থানায় ২০১৯ সালে ১৫ জানুয়ারি আরও একটি মামলা হয়। সেই মামলার তদন্তেই এবার গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে বড়সড় তথ্য।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের দাবি, যে সমস্ত আটা কল মালিকেরা দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন, তাদের অনেকেরই চালকলও রয়েছে। সেই চালকল মালিকদের একটা বড় অংশ সরকারি সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে যোগসাজশ করে কৃষকদের থেকে ধান কেনা সংক্রান্ত দুর্নীতিতেও যুক্ত ছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে।

গুরুগ্রাম : দীপাবলি উদযাপন করতে বাড়ি ফেরার পথে বাসে আগুন, মৃত দুই

গুরুগ্রাম, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : দিল্লি-গুরুগ্রাম এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। বুধবার গভীর রাতে গুরুগ্রাম থেকে উত্তর প্রদেশের হামিরপুরে ৩৫ জন শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে বহনকারী একটি স্লিপার বাসে আগুন লাগলে আরও ১৫জন আহত হন।গতকাল দিল্লি-জয়পুর ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়কের গুগল বিল্ডিংয়ের কাছে এই অগ্নিকান্ডের। আগুন নিভিয়ে দিল দুই প্রাণ। পুলিশ কমিশনার বিকাশ কুমার অরোরা আগুনের প্রাথমিক তদন্তে বলেছেন, গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ হয়েছে।

স্লিপার বাসগুলি প্রতিদিন গুরুগ্রামের বিভিন্ন জায়গা থেকে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যের জন্য শ্রমিক এবং তাদের পরিবার নিয়ে চলে যায়। বুধবার রাতেও একটি স্লিপার বাস (নংএআর-০১-কে-১৭০৭) সেক্টর-১২ থেকে উত্তরপ্রদেশের হামিরপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়েছিল। এই বাসে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা যাতায়াত করছিলেন। বাসটি ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ৩২ নম্বর মাইল স্টোন-এর ঠিক আগে গুগল বিল্ডিংয়ের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথেই বাসটিতে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। চালক সঙ্গে সঙ্গে বাস থামিয়ে যাত্রীরা নামতে শুরু করেন। আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে বহু মানুষ প্রাণ বাঁচাতে জানালা থেকে লাফ দেয়। সব যাত্রী বাস থেকে নামার আগেই পুরো বাসটি আগুনে পুড়ে যায়। আগুনে একজন মহিলা ও এক শিশু দগ্ধ এবং প্রায় ১৫ জন দগ্ধ হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি। গুরুতরভাবে দগ্ধ তিনজনকে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে, ছয়জনকে গুরুগ্রাম সিভিল হাসপাতালে এবং পাঁচজনকে মেদান্ত মেডিসিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে সিলিন্ডার থেকে আগুন বলে সন্দেহ: সিপি

পুলিশ কমিশনার বিকাশ কুমার অরোরা জানিয়েছেন, ঘটনার সময় বাসে প্রায় ৪০ জন যাত্রী ছিলেন। তারা সবাই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। দীপাবলি উপলক্ষে বাড়ি যাচ্ছিলেন তাঁরা। তারা তাদের সঙ্গে ছোট গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে যাচ্ছিল। এই ছোট সিলিন্ডার থেকেই আগুন লেগে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। ফরেনসিক দল মামলাটি তদন্ত করছে।

হাফলং উপ-কারাগারে রহস্যমৃত্যু আরও এক কয়েদির

হাফলং (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলং উপ-কারাগারে আবারও এক কয়েদির রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে রাজু পাল নামের এক কয়েদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। এছাড়া নিহত কয়েদির পরিবারে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে।

এনডিপিএস আইনে রাজু পালকে গত সেপ্টেম্বর মাসে হারাঙ্গাজাও থানার অন্তর্গত ডিটেকছড়া থেকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। রাজু পাল পেশায় ছিলেন একজন গাড়ি চালক। মাইবাঙের বাসিন্দা রাজু পাল ও প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীকে নেশার ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তার পর থেকে দুজনের ঠাঁই হয়েছিল হাফলং উপ-কারাগারে।

জানা গেছে, উপ-কারাগার থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজু পালকে হাফলং সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। তবে কীভাবে কারাগারের ভিতরে রাজু পালের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে রাজু পালের স্ত্রীর অভিযোগ, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে রাজু পাল অসুস্থ বলে জানিয়ে তাঁকে হাফলং সরকারি হাসপাতালে রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। হাসপাতালে তিনি এসে দেখেন তাঁর স্বামীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। রাজুর স্ত্রীর আরও অভিযোগ, তাঁর স্বামী রাজুকে জেলের ভিতরে হত্যা করা হয়েছে। তাই তিনি এ ঘটনার নিরপেক্ষ ও উফযুক্ত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। রাজু পালের স্ত্রী জানিয়েছেন, বুধবার বিকেল চারটা নাগাদ মোবাইল ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল রাজু পালের। তখন তাঁর স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। অথচ রাতে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয় রাজু পালের, এ ব্যাপারে সন্দেহ ব্যক্ত করে এর উপযুক্ত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্ত্রী।

এদিকে আজ বৃহস্পতিবার ময়না তদন্ত শেষে রাজু পালের মৃতদেহ পুলিশ সমঝে দিয়েছে তাঁর পরিবারের কাছে।

প্রসঙ্গত, হাফলং উপ-কারাগারে কয়েদির মৃত্যুর ঘটনা এটাই প্রথম নয়। গত ২০২২ সালে বার্মিজ সুপারি সহ গ্রেফতারকৃত উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা লরি চালক রাজু চৌহানের মৃত্যু হয়েছিল।

কম্যান্ড হাসপাতালেই জ্যোতিপ্রিয়র চিকিৎসা, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিকিৎসা আপাতত হবে কম্যান্ড হাসপাতালেই। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রেশন দুর্নীতিতে ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিকিৎসা নিয়ে এই নির্দেশ ইডি-র বড় প্রাপ্তি। মন্ত্রীর চিকিৎসা নিয়ে চরম দড়ি টানাটানির মাঝে এই নির্দেশই দিল রাজ্যের উচ্চআদালত।

রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিকিৎসা নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। এই সংক্রান্ত মামলায় বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে যে আপাতত কমান্ড হাসপাতালেই হবে জ্যোতিপ্রিয়র চিকিৎসা । ইডিকে বিকল্প হাসপাতাল খোঁজার জন্য ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছে আদালত। বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই সঙ্গে বলেন, হাসপাতালে কোনও বহিরাগত যেন না ঢোকে, তার ওপর কড়া নজর রাখতে হবে ইডি-কে।

রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতারের পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সেই সময় তাঁকে বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকদিন সেখানে চিকিৎসা চলার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় মন্ত্রীকে। তারপর থেকে ইডি হেফাজতেই রয়েছেন মন্ত্রী। এর মাঝে জ্যোতিপ্রিয়র চিকিৎসার জন্য তাঁকে কম্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত সেই হাসপাতালে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিকিৎসা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। সেই যুক্তিতে নিম্ন আদালতের দ্বারস্থও হয় তারা। সেখানে আর্জি খারিজ হলে পরে একই দাবি নিয়ে গত সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কম্যান্ড হাসপাতাল।

এর প্রেক্ষিতে মন্ত্রীর চিকিৎসা কম্যান্ড হাসপাতালের পরিবর্তে অন্য কোথাও করানো যায় কি না, বুধবার সেই বিষয়ে জানতে চায় আদালত। এমনকী এই বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থার শীর্ষ কর্তাদের বক্তব্য জেনে বৃহস্পতিবার ইডির আইনজীবীকে আদালতে জানানোর নির্দেশও দেন বিচারপতি। শুনানিতে আদালত আরও জানায়, সেনা হাসপাতাল যে আপত্তি তুলেছে তাতে যুক্তি রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা একবার রাজ্য-নিয়ন্ত্রিত কোনও হাসপাতালে ঢুকলে সেখানেই নানা অছিলায় পড়ে থাকবেন। তাঁকে জেরা করা যাবে না। পেটা হয়েছে কালীঘাটের কাকুর ক্ষেত্রে। পরিবর্ত ব্যবস্থায় রোজ বন্দিকে তাঁর শারীরিক পরীক্ষায় কল্যাণীর এমস-এ ইডি-র পক্ষে নিয়ে যাতায়ত সম্ভব নয়। সব বিবেচনা করে বিচারক বৃহস্পতিবার কম্যান্ড হাসপাতালেই বন্দি মন্ত্রীর চিকিৎসা করাতে বলেন।

মহুয়ার পাশে প্রকাশ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : দলের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে বিতর্কে মুখ খুললেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরোন অভিষেক। সেখানে মহুয়া প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'নীতি কমিটিতে অনেক অভিযোগ পড়ে রয়েছে। দেড় মাস আগে নতুন সংসদভবনে যখন বিশেষ অধিবেশন বসল, বিজেপি সাংসদ রমেশ বিদুরি সংসদের গরিমায় আঘাত হানেন। বিজেপি-র এমন অনেক সাংসদ রয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে রয়েছে। আজ পর্যন্ত শুনানি হয়নি।'

সরকারের দিকে আঙুল তুলেছেন বলেই মহুয়াকে কোপে পড়তে হচ্ছে বলেও এ দিন মন্তব্য করেন অভিষেক। অভিষেক বলেন, 'যদি কেউ সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, সরকারকে প্রশ্ন করে, আদানিদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়, কী উপায়ে তাঁকে সাংসদ পদ থেকে হটানো যায়, সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।'

নীতি কমিটির তরফে মহুয়ার সাংসদ পদ বাতিলের যে সুপারিশ করা হয়েছে, তারও সমালোচনা করেন অভিষেক। বলেন, 'নীতি কমিটির সুপারিশের যে খসড়া আমার হাতে এসেছে, তাতে দেখলাম, মহুয়ার বিরুদ্ধে কিছু রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তদন্ত করে দেখতে হবে। যদি কিছু না-ই থাকে, তাহলে বহিষ্কারের সুপারিশ করলেন কী করে?

অভিষেক বলেন, মহুয়া নিজের লড়াই, নিজে লড়ার যোগ্য। আমাকেও চার বছর ধরে ডাকছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এক মামলায় কিছু না পেলে, অন্য মামলায় নাম টানছে। এরা এটাই করে। এটা প্রতিহিংসা ছাড়া কিছু নয়। সাধারণ মানুষ সব বুঝতে পারছেন।'

সিঙ্গুরের সিপিএম নেতা সুহৃদ দত্ত প্রয়াত

হুগলি, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : তাপসী মালিককে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সিঙ্গুরের তৎকালীন সিপিএম জোনাল কমিটির সম্পাদক সুহৃদ দত্ত। সিপিএম-এর দাবি, এক জন সৎ মানুষকে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে সিঙ্গুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় অপূর্বপরে নিজের বাড়িতে প্রয়াত হন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। সিপিএমের হুগলি জেলা সম্পাদক তথা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবব্রত ঘোষ বলেন, "সুহৃদ দত্ত ছিলেন রাজ্যের শিল্পস্থাপন আন্দোলনের অন্যতম নেতা। এক জন সৎ মানুষকে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছিল।" সিপিএম জানিয়েছে, দলীয় মর্যাদা মেনেই সুহৃদকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হবে। সুহৃদ ছিলেন অকৃতদার। দলের সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন তিনি।

ব্রিটেনে বসবাসকারী হিন্দুদের সঙ্গে দীপাবলি পালন সস্ত্রীক ঋষি সুনকের

লন্ডন, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : ব্রিটেনে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে আলোর উৎসবে মেতে উঠলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। দীপাবলি উপলক্ষে ঝলমলে আলোয় সেজে উঠল ১০ ডাউনিং স্ট্রিট। সস্ত্রীক প্রদীপ জ্বালিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন অতিথিদের।
বুধবার সুনাকের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলের তরফে দীপাবলি উদযাপন নিয়ে টুইট করে জানানো হয়, 'আজ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলকে দীপাবলি পালনের জন্য স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই উৎসব অন্ধকার দূর করে চারদিক আলোকিত করার উৎসব। ব্রিটেন ও গোটা বিশ্বের সকল মানুষকে দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা।' এই বার্তার পাশপাশি স্ত্রী অক্ষতা মূর্তিকে নিয়ে সুনাকের আলোর উৎসব পালন করার বিভিন্ন মুহূর্তের ছবিও ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।
ভারতীয় রীতি-নীতি পালনে, পূজার্চনায় আগ্রহ রয়েছে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর। গত বছরও তাঁকে প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি উদযাপন করতে দেখা গিয়েছিল। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। দীপাবলির দিন কয়েক আগেই আলোর উৎসবে মাতলেন সুনাক। ডাউনিং স্ট্রিটে আমন্ত্রণ জানালেন হিন্দু সম্প্রদায়ের অতিথিদেরও। তাঁদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-মজায় পালন করলেন আলোর উৎসব।
প্রসঙ্গত, ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনাক ভারতের 'জামাই'-ও বটে। ব্রিটেনের প্রথম হিন্দু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে ইতিহাস গড়েছেন ঋষি সুনাক। তিনি বরাবর জানিয়েছেন মনে-প্রাণে তিনি একজন হিন্দু। গত আগস্ট মাসে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোরারি বাপুর রাম কথা শুনতে গিয়ে সুনাক বলেছিলেন, তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস একান্তই ব্যক্তিগত। এবং সেই বিশ্বাস তাঁকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পথ দেখায়। অনুষ্ঠান চলাকালীন তাঁকে 'জয় সিয়া রাম'ধ্বনি তুলতেও শোনা গিয়েছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে এসে দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরে সস্ত্রীক পুজো দিতে দেখা যায় সুনাককে।

২৪ ডিসেম্বর গীতাজয়ন্তীর দিন ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের কর্মসূচি

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): না, এই সমাবেশ ভোট টানার লক্ষ্যে নয়। প্রচারের পরোক্ষ ভাবনাও নেই এর নেপথ্যে। অন্তত আয়োজকদের দাবি সেরকমই। বড়দিনের আগের সকালেই কলকাতায় আর এক 'বড়দিন' তৈরি করতে চায় গেরুয়া শিবির। আগামী ২৪ ডিসেম্বর গীতাজয়ন্তীর দিন ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের কর্মসূচি নিয়েছে বিভিন্ন সনাতনী সংগঠন।সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন সংগঠন এবং বিজেপি এই উদ্যোগের আড়ালে রয়েছে বলে জানা গেলেও কর্মসূচি নিচ্ছে 'অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ' নামে সংগঠন। এই সংগঠনের সঙ্গে রয়েছে বাংলার বিভিন্ন মঠ এবং মন্দির।প্রস্তাবিত সমাবশে উপস্থিত থাকার কথা ছিল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। তবে শেষ পর্যন্ত যা পরিকল্পনা, তাতে ওই কর্মসূচিতে হাজির থাকতে পারেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী! এখনও প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে চূড়ান্ত সম্মতিপত্র হাতে না এলেও আয়োজকদের জোরাল দাবি, মোদীর সফর এক রকম 'পাকা' হয়ে গিয়েছে। ওই দিন ব্রিগেডে উপস্থিত থাকার কথা দেশের দুই শঙ্করাচার্যেরও।উদ্যোক্তা সংগঠনের সভাপতি তথা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দ বলেন, "এই কর্মসূচি হবে সকলের জন্য। কোনও রাজনীতি নয়। মানবকল্যাণের লক্ষ্য নিয়েই এই অনুষ্ঠান। আমরা প্রথমে ঠিক করেছিলাম মাননীয় রাষ্ট্রপতি আসুন। পরে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কথা ভাবি। সব ঠিক থাকলে উনি ওই দিন অনুষ্ঠানে থাকছেন। সকলের সঙ্গে গীতাপাঠে অংশও নেবেন।"প্রদীপ্তানন্দ আরও বলেছেন, "আমরা কমপক্ষে এক লাখ মানুষের সমাবেশ করব। সমবেত কণ্ঠে তাঁরা গীতা পাঠ করবেন। এটা অতীতে বিশ্বের কোথাও কখনও হয়নি।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হাইলাকান্দিতে পুলিশে নিয়োগ প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ

হাইলাকান্দি (অসম) ৯ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি পুলিশের উদ্যোগে আগামী ১৫ই নভেম্বর থেকে হাইলাকান্দি ডিএসএ ময়দানে পুলিশে আসন্ন নিয়োগের জন্য নিয়োগ প্রার্থীদের এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীদেরকে ১৫ নভেম্বর সকালে হাইলাকান্দি শহরের ডি এস এ ময়দানে উপস্থিত থাকতে হাইলাকান্দি পুলিশ সুপার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার হাইলাকান্দি শাখার এক প্রস্তাবে হাইলাকান্দি পুলিশ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার হাইলাকান্দি আলগাপুরে খাজনা আদায় শিবির
হাইলাকান্দি (অসম) ৯ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চলতি নভেম্বর মাসে ৪ টি খাজনা আদায় শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ১০ নভেম্বর, শুক্রবার আলগাপুর সার্কেল অফিসে এই কাজটা আদায় শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এরপর ১৪ নভেম্বর বোয়ালিপার জিপি অফিসে খাজনা আদায়ের জন্য শিবির বসবে। পরবর্তীতে ২০ নভেম্বর লালা সার্কেল অফিসে এবং ২২ নভেম্বর কাটলিছড়া সার্কেল অফিসে খাজনা আদায়ের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। পাট্টাদারদেরকে তাদের জমির খাজনা নিকটবর্তী খাজনা আদায়ের শিবিরে জমা দিতে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন থেকে আবেদন জানানো হয়েছে।

দীপাবলিতে হাইলা কান্দিতে কন্টোল রুম

হাইলাকান্দি (অসম) ৯ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় আলোর উৎসব দীপাবলি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের উদ্যোগে একটি কন্টোলরুম খোলা হয়েছে। এর নম্বর হলো ১০৭৭। দিনরাত ২৪ ঘন্টা এই কন্টোল রুমটি চালু থাকবে।
এদিকে দীপাবলি উপলক্ষে আতশবাজি পুড়ানো সংক্রান্ত কয়েকটি সতর্কবার্তা প্রশাসন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে হলো আতশবাজি কিনার সময় লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলার থেকে কিনতে বলা হয়েছে। পুড়ানোর সময় হাতের কাছে বালু অথবা ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখতে বলা হয়েছে। আতশবাজি পোড়ানোর কাছাকাছি এলাকায় সহজে দাহ্য কোন বস্তু আছে কিনা তা লক্ষ্য করতেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সব ধরনের নিরাপত্তামূলক সর্তকতা নিয়ে আতশবাজি পোড়াতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বাচ্চাদেরকে একা আতশবাজি পুড়ানোর কাজে নালাগাতেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে প্রশাসন থেকে। সিনথেটিক কাপড় পরিধান না করে সুতির কাপড় পরিধান করে বাজিপুড়াতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিকে যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা মোকাবিলা করতে পুলিশ ,দমকল বাহিনী,স্বাস্থ্য বিভাগ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষকে প্রশাসন থেকে সতর্ক করে রাখা হয়েছে।

উপনির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ দাবি ও আপত্তি ১৬ নভেম্বরের মধ্যে

হাইলাকান্দি (অসম) ৯ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দিতে উপনির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের উপনির্বাচনের জন্য প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকার দাবি ও আপত্তি আগামী ১৬ নভেম্বরের মধ্যে দাখিল করতে বলা হয়েছে।রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এই উপনির্বাচনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট হাইলাকান্দির সদর এসডিও গৌতম প্রিয়ম মোহন্ত এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। এই নির্বাচনের জন্য পুরসভার ভোটকেন্দ্র নম্বর ১২ এবং ১২ (ক) এর খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী ১৬ নভেম্বর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই খসড়া সম্পর্কে দাবি আপত্তি জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে অবস্থিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষে সরকারি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ১১ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে। দাবিও আপত্তির ফরম ওই স্থানে পাওয়া যাবে।উল্লেখ্য চলতি বছরের ১ জানুয়ারিকে ভিত্তি করে ১৯৫৬ সালের আসাম মিউনিসিপাল এক্ট অনুসারে এই ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এদিকে আসাম রাজ্যিক নির্বাচন কমিশনের সূচি অনুসারে আগামী ২০ নভেম্বর খসড়া সম্পর্কে দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে এবং ২১ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

গাঁজা উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর
হয়েছিল। ছয়টি কাটনে মোট ৩১৯ কেজি গাঁজা ও তার করা হয়েছে। ৮৬ টি প্যাকেটে করে ওইসব গাঁজা পাচারের চেষ্টা করা হয়েছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস করে আগরতলা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে করে নিউ জলপাইগুড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। এপারে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে পুলিশ জ্বালিয়েছে, রেলের পার্সেলে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে ৩১৯ কেজি গাঁজা সহ আটক উত্তম পাল নামে এক পাচারকারী। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রেল পুলিশ গাঁজা পাচারের সময় আগরতলা রেল স্টেশনের পার্সেল বুকিং কাউন্টারের সামনে থেকে এগুলি আটক করে।

মৃত যুবক

● প্রথম পাতার পর
লরির চাকায় পৃষ্ঠ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। মৃত যুবকের নাম রুস্তম দেববর্মা।
আজ দুপুরে তেলিয়ামুড়া থেকে একটি লরি আগরতলার দিকে যাচ্ছিল। তখন টিআর০৬৮৯৪৩৬ নম্বরের একটি বাইক ওভারটেক করতে গিয়েই দূর্ঘটনা কবলে পড়ে। সাথে সাথে সানীয় মানুষ দমকলবাহিনিকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা এসে দেখতে পায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। তাঁকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।
তিনি আরও জানিয়েছেন, মাথায় হেলমেট থাকা সত্ত্বেও রক্ষা হয়নি তার। দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চালক

● প্রথম পাতার পর
আটকে মারুতি থেকে তিন যুবক নেমে চালককে বেধরক মারধর করে। এতে রক্তাক্ত হয় অটো চালক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত অভিজিৎ বণিক, সৌরভ রুদ্র পাল এবং প্রশান্ত সরকার নামের তিন উশৃঙ্খল যুবক সহ মারুতি গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়।

বিক্রির উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর
রয়েছে। তাছাড়া শব্দবাজি বন্ধ করার জন্য ধর্মনগর বাসীর প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে।

রিপোর্ট

● প্রথম পাতার পর
প্রতিনিধিরাই সংখ্যায় বেশি। ফলে খসড়া রিপোর্ট যে অনায়াসে কমিটিতে পাশ হয়ে যাবে তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ ছিল না। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হলে সেই রিপোর্ট লোকসভাতেও পেশ করা হবে। তার পর গরিষ্ঠসংখ্যক সাংসদের মত নিয়ে মহুয়াকে শেষমেশ বহিষ্কারই করা হতে পারে লোকসভা থেকে।

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে হবে, দ্রুত তফসিল ঘোষণা: সিইসি

কিশোর সরকার
ঢাকা, ৯ নভেম্বর (হি.স) : বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনে 'বদ্ধপরিকর', সে কথা রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করার কথাও সিইসি বলেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন আহমেদকে অবহিত করেছে কাজী হাবিবুল আউয়াল নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন।
বৃহস্পতিবার দুপুরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করার পর বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে সিইসি বলেন, 'দ্রুত আমরা তফসিল ঘোষণা করব, কারণ সময় হয়ে গেছে। আর নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা বলেছি, প্রথম সপ্তাহে বা দ্বিতীয় সপ্তাহে, আমরা এখনও ওই অবস্থায় আছি। আমরা বসে চূড়ান্ত যখনই করব, আপনাদের অবহিত করব।'
নির্বাচন কমিশন যে সাংবিধানিক দায়িত্ব অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনে 'বদ্ধপরিকর', সে কথা রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করার কথাও সিইসি বলেন।
জাতীয় নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইসির এই সাক্ষাৎ বেশ গুরুত্ব বহন করে। ভোটের তফসিল ঘোষণার আগে আগে এই সাক্ষাতের প্রথা রয়েছে।
২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ৩০ জানুয়ারি। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর বিধান অনুযায়ী এর আগে ৯০ দিনের মধ্যে ভোট হতে হবে। সেই হিসাবে গত ১ নভেম্বর নির্বাচনের ক্ষণ গণনা শুরু হয়ে গেছে। ২৯ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের বাধ্যবাধকতা আছে। সেজন্য নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই তফসিল আসতে পারে বলে এর আগে কমিশনের তরফ থেকে আভাস দেওয়া হয়েছিল।
'আমরা উনাকে জানিয়েছি, আমরা নির্বাচন কমিশন, আমাদের উপর সাংবিধানিক যে দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে, সেখানে যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, আমরা সে অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বদ্ধপরিকর। আমরা উনাকে বলেছি, সকল রাজনৈতিক দল সরকার এবং জনগণের সহযোগিতা কামনা করে যাচ্ছি।'হাবিবুল আউয়াল বলেন, 'আমরা উনাকে আশ্বস্ত করেছি, আমরা সকলের সহযোগিতায় আসন্ন জাতীয় সংসদ যে নির্বাচনে সাংবিধানিক যে বাধ্যবাধকতা, এর আলোকে যথা সময়ে নিস্পন্ন করতে সমর্থ হব।"

করিমগঞ্জে সুষ্ঠু ও সুরক্ষিতভাবে কালীপূজা ও দীপাবলি উৎসব উদযাপন করতে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা

করিমগঞ্জ (অসম) ৯ নভেম্বর (হি.স.) : দীপাবলি হচ্ছে আলোর উৎসব এবং দীপাবলি ও কালী পূজার সময় ব্যাপক হারে বাজি পটকা ব্যবহার করা হয়। তাই এতে জনগণের জীবন ও সম্পত্তির হানি লাঘব করতে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন থেকে কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে এই উৎসব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। এই উদ্দেশ্যে করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত ও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করে বিভিন্ন বিভাগকে দায়িত্ব সমঝে দিয়েছেন। এতে দীপাবলীর সময় জনগণের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
বলা হয়েছে যে কোন ধরনের বাজি পটকা মজুত ও বিক্রির জন্য জেলা প্রশাসন থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি বাজি পটকা মজুত ও বিক্রির স্থানে অগ্নি সুরক্ষার সরঞ্জাম ফায়ার এক্সটিংগুইসার, বালি ভর্তি বালতি ও জলের বালতি রাখতে হবে। এতে ব্যস্ত বাজার এলাকা, জনবহুল এলাকা, বাড়ি, হাসপাতাল, বাজি পটকার দোকান, রাস্তা, যানবাহন, পেট্রোল পাম্প, গ্যাস এজেন্সি ইত্যাদি স্থানে কোন ধরনের বাজি পটকা পোড়ানো বা ফাটানো যাবে না। এছাড়া বাজি পটকা ব্যবহারের সময় কিছু বর্জনীয় ও করণীয় বিষয়গুলি হচ্ছে, পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের বাজি পটকা পোড়ানো স্থানে নেওয়া যাবে না। শিশুদের বাজি পটকায় অগ্নিসংযোগ করতে বাধা রয়েছে। বিস্ফোরিত না হওয়া বাজি পটকা পুনরায় পোড়ানোর চেষ্টা না করা, আতশবাজি ঘরের ভেতরে বা পার্কিংয়ের স্থানে না জ্বালানো, কখনও যেখানে সেখানে আতশবাজি ছুড়ে ফেলা অথবা একসাথে জড়ো করে জ্বালানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। রকেট, এক হাজারের শট এ ধরনের বাজি পটকা রাস্তা অথবা আবাসিক এলাকায় ব্যবহার করা যাবে না। করণীয় বিষয়ের মধ্যে থাকছে জলভর্তি বালতি এবং প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স প্রস্তুত রাখতে হবে। বাজিপটকা ওপর ঝুকে অগ্নিসংযোগ করা থেকে বিরত থাকতে একটি লম্বা অগ্নিসংযোগকারী সরঞ্জাম ব্যবহার করাতে হবে। বাজিপটকা আতশবাজি পোড়ানোর জন্য একটি বড় খোলা স্থান ব্যবহার করা, সব সময় ভাল মানের আতশবাজি ক্রয় করা এবং ব্যবহার করা আতশবাজি ফেলে দেওয়ার আগে একটি জলের বালতির মধ্যে নিমজ্জিত করতে বলা হয়েছে।
সুরক্ষিত ভাবে কালীপূজা ও দীপাবলি উৎসব উদযাপন করতে এই নিয়মগুলি মেনে চলতে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। যদি কোন জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তবে যোগাযোগের জন্য ডিস্ট্রিক্ট ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টারের ডিস্ট্রিক্ট কন্টোল রুম ২৪ ঘন্টা কার্যকরী থাকছে, ফোন নম্বর ০৩৮৪৩-২৬৫১৪৪ এবং টোল ফ্রি নম্বর ১০৭৭। পাশাপাশি পুলিশ কন্টোল রুম ৮০৯৯৬৬২২৭৫। এদিকে জেলার পাঁচটি অগ্নি ও জরুরী কালীন পরিষেবা স্টেশনের ফোন নম্বর হচ্ছে, করিমগঞ্জ ০৩৮৪৩-২৬২১০১ এবং ৭৬৩৭৯৩০৬৩৪, পাথারকান্দি ৮৬৩৮৭৯৪৮৫৪, নিলাম বাজার ০৩৮৪৩-২৬০৪৬৫ এবং ৯৯৫৪০৭৬৭৩৩, বদরপুর ০৩৮৪৩-২৬৮১৯৫ এবং ৯৪০১২৬৪২৯৬, রামকৃষ্ণ নগর ০৩৮৪৩-২৫৯০০৮ এবং ৭৩৯৯৫২৩১৫৭। এছাড়া করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে যোগাযোগের নম্বর ৮১৩৫৯৩১৭৮৩। এতে পরিবেশ দূষণ ও শব্দ দূষণ থেকে রক্ষা পেতে জনগণকে দেশের নির্মিত গ্রিন ক্রেকার ব্যবহার করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে পড়ুয়াকে মারধোর মাদ্রাসা শিক্ষকের, মেরুদণ্ড ভাঙল শিশুর

ঢাকা, ৯ নভেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলা সদরে এক মাদ্রাসা ছাত্রকে বেদম মারধর ও আছাড় দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মাদ্রাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে ওই ছাত্রের। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
সোমবার ঘটনা ঘটলেও বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হয়। আহত ওই ছাত্রের নাম ফায়েজ হাওলাদার (৮)। সে মাদারীপুর সদর উপজেলার নয়াচর গ্রামের সবুজ হাওলাদারের ছেলে।অভিযুক্ত মেহেদি হাসান মাদারীপুরের চরমুগরিয়া এলাকার জামিয়া কাসেমিয়া রওতুল উলুম ক্যারেট কেয়ার মাদরাসার নুরানি বিভাগের শিক্ষক।
স্বজনদের অভিযোগ, সোমবার ভোরে মাদ্রাসার নাজেরা বিভাগের শিক্ষার্থী ফায়েজকে শ্রেণিকক্ষে উঠে দাঁড়াতে বলেন মাদ্রাসা শিক্ষক। কথামতো না দাঁড়িয়ে শ্রেণিকক্ষে ঘুমিয়ে পড়ে ওই ছাত্র। এতে রেগে গিয়ে ফায়েজকে বেত্রাঘাত করেন শিক্ষক মাহাদি হাসান। একপর্যায়ে তুলে আছাড় দেন তিনি এতে মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে শিশু ফায়েজের।
পরে বিষয়টি কাউকে বললে মেরে ফেলার হুমকিও দেন অভিযুক্ত শিক্ষক। মঙ্গলবার আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে ফায়েজকে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরা পড়ে শিশুটির মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। বুধবার (৮ নভেম্বর) রাতে শিশুটিকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়।
শিশুটির মা শ্যামলী আক্তার বলেন, 'আমার ছেলেকে শুধু অত্যাচার করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি শিক্ষক। কাউকে বিষয়টি জানালে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। আমি এ ঘটনার বিচার চাই।' এ বিষয়ে মাদারীপুরের পুলিশ সুপার মাসুদ আলম খান বলেন, বিষয়টি এরইমধ্যে জেলা পুলিশের নজরে এসেছে। ঘটনা তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
হিন্দুস্থান সমাচার / কিশোর

খাবারে পচা দুর্গন্ধ, বেনাচিতিতে হানা দিয়ে রেঁস্তোরা বন্ধ করল খাদ্য সুরক্ষা দফতর

দুর্গাপুর, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : হোটেল কিম্বা রেঁস্তোরার রসনা তৃপ্তি খাবারের গুণগত মান নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে। এবার বহু প্রাচীন ও প্রচলিত এক রেঁস্তোরায় হানা দিয়ে প্রচুর পচা মাছ, মাংস, নষ্ট করল খাদ্য সুরক্ষা দফতর। এমনকি ওই রেঁস্তোরা বন্ধ করে দিল দফতরের আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এমনই নজিরবীহিন ঘটনার সাক্ষী রইল দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজার।
ঘটনায় জানা গেছে, বেনাচিতির স্টিল মার্কেটের হোটেল ব্লু-মুন নামে বহু প্রাচীন এক রেঁস্তোরা। বিগত কয়েকমাস ধরে ওই রেঁস্তোরার খাবারের গুনগত মান নিয়ে অভিযোগ উঠছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আচমকায় ওই রেঁস্তোরায় হানা দেয় খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিক ও কর্মীরা। রেঁস্তোরায় ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ আধিকারিকদের। দৈনিক প্রায় ২৫ হাজার টাকার বিক্রি থাকলেও লাইসেন্স দুর অস্ত, রেজিস্ট্রশন রয়েছে জেলাস্তরের। শুধু তাই ফ্রিজ খুলতেই চোখ কপালে ওঠে আধিকারিকদের। ডিপ ফ্রুজে রাখা মাছ, মাংস থেকে পচা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এমনি ফ্রিজে রাখা প্যাকেট দইয়ের বহুদিন আগেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।
খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিক কিরনমনি দেবনাথ বলেন,' রেঁস্তোরাটির দৈনিক বিক্রি অনুযায়ী রাজ্যস্তরের লাইসেন্স থাকা উচিত। প্রায় ১৫ কেজি পচা মাছ, মাংস পাওয়া গেছে। মেয়াদ উত্তীর্ন ৪-৫ কেজি দই পাওয়া গেছে। সেগুলো সব নষ্ট করা হয়েছে। দোকানটির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে লাইসেন্সের আবেদন করতে বলা হয়েছে। দোকানটি আপাতত বন্ধ করা হয়েছে।' যদিও সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে দোকান মালিক চিত্তরঞ্জন চঁদ বলেন,' শারীরিক অসুস্থতার জন্য দোকান ঠিকমত খোলা হয়নি। তাই হয়তো থেকে গেছে ওইসব মাছ মাংস। সেগুলো ফেলা হয়নি। দোকান বন্ধ রাখতে বলেছেন আধিকারিকরা।'

দুর্গাপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘেরা দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ, দুর্গন্ধে অতিষ্ট পড়ুয়ারা

দুর্গাপুর, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : একেই বলে প্রদীপের নীচে অন্ধকার। পরিবেশের দুষণ নজরদারি যাদের হাতে। খোদ গোটা দফতরই নোংরা জঞ্জাল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অফিস করছে। ডাস্টবিনের পচা খাবার বের করে খাচ্ছে গবাদি পশু। দুর্গন্ধ অতিষ্ঠ সাধারন মানুষ থেকে পড়ুয়ারা। এমনই নজিরবীহিন ছবি ধরা পড়ল দুর্গাপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টারে দুষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ পরিবেশ ভবন এলাকা। লাটে উঠেছে, স্বচ্ছ ভারত, নির্মল বাংলা প্রকল্প।
প্রশ্ন উঠেছে, পুরসভার ভুমিকায়।
দুর্গাপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র সিটি সেন্টারের পিএফ অফিস ও পরিবেশ ভবন এলাকা। পুরসভা থেকে ঢিল ছোড়া দুরত্বে ওই এলাকায় পরিবেশ ভবন ছাড়াও, আয়কর ভবন, ইন্ডিয়ান অয়েল, বিএসএনএল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক ভবন ছাড়াও বেসরকারী কোচিং স্কুল, বহুজাতিক সংস্থার বিলাসবহুল হোটেল রেস্তেরা, রেজেস্ট্রি অফিস রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে দৈনিক হাজার দুয়েক লোকের আনাগোনা। দক্ষিণবঙ্গে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেই অফিসটি লাগোয়া তৈরি হয়েছে ডাম্পিং গ্রাউন্ড। ডাস্টিবিন থেকে পচা খাবার উপচে পড়ছে। চারদিকে ছড়িয়ে প্লাস্টিকের আবর্জনা। আর ওইসব খাচ্ছে গবাদি পশু। মশা মাছির আতুরঘরে পরিণত হয়েছে।
জঞ্জালের পাহাড়ের সামনেই একটি নামি সংস্থার কোচিং সেন্টার। সেখানে ছাত্র ছাত্রীদের সকাল বিকাল আনাগোনা। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। ক্ষুব্ধ অভিভাবক থেকে ছাত্রছাত্রীরা। সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার অভিযোগে বলেন,' দুর্গাপুর নগরনিগম টাই আবর্জনায় ভরে গেছে। তাই শহরের আবর্জনা তারা কি করে পরিষ্কার করবে? ভোট লুট করা এই বোর্ডকে যতক্ষণ না উৎখাত করবে শহরবাসী ততদিন পরিত্রান নেই। এভাবেই মানুষকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাস করতে হবে। গত কয়েকমাস ধরে দুর্গাপুরে ডেঙ্গুর প্রকোপে ঘুম উড়েছিল স্বাস্থ্য দফতরে। যার দরুন পরিদর্শণে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিল রাজ্য নগরোন্নয়ন দফতরের সহ অধিকর্তা। একগুচ্ছ সতর্কীকরণ দিয়েছিলেন। এছাড়াও প্রায়ই জেলা স্বাস্থ্য দফতর শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে রিপোর্ট দেয়। এখন প্রশ্ন, শহরজুড়ে ডেঙ্গুর মত মশা, মাছি বাহিত রোগের পাদুর্ভাব হয়, সেখানে সাফাই কাজে উদাসীনতা কেন?
জানা গেছে, দুর্গাপুরে ৪৩ ওয়ার্ডে প্রায় দু হাজার ঠিকা সাফাই কর্মী রয়েছে। এছাড়াও বর্জ্য নিয়ে যাওয়ার প্রায় দু''শটি গাড়ি রয়েছে। রাজ্য যখন নির্মল বাংলা তৈরিতে মরিয়া, দুর্গাপুর বাসী যখন স্মার্টসিটির স্বপ্নে বিভোর তখন খোদ শহরের প্রানকেন্দ্র নোংরা আবর্জনার জঞ্জালে ঢাকা পড়ছে।
বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই বলেন,' স্বচ্ছ ভারত মিশনের কোটি কোটি টাকা আসে পুরসভা। সঠিক ভাবে ওই টাকা খরচ হয় না। দুর্নীতিতে সব গ্রাস করেছে।' যদিও এই প্রসঙ্গে সরাসরি মুখ খুলতে নারাজ দুষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ। তবে দুর্গাপুর পুরসভার প্রাক্তন মেয়রপারিষদ (স্বাস্থ্য) তথা প্রশাসক মন্ডলির সদস্য রাখি তেওয়ারী বলেন,' খুব শীঘ্রই ওই এলাকাটি পরিস্কার করা হবে। কেন নিয়মিত পরিস্কার হয়নি,সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাছে। তার কৈফিয়ত চাওয়া হবে।'

কোচ বিহার ট্রফি : ৩ ম্যাচের জন্য রাজ্যদল ঘোষিত, নেতৃত্বে দ্বীপজয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। রাজ্য দল ঘোষিত। নেতৃত্বে দ্বীপজয় দেব। ডেপুটি দেবাংশু দত্ত। শিবিরে ডাক পাওয়া ৪০ জন ক্রিকেটার থেকে সিলেকশন ট্রায়ালের মাধ্যমে অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফির জন্য ত্রিপুরা দল গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘোষিত এই রাজ্য দল মূলতঃ প্রথম তিনটি ম্যাচের জন্য। ১৭ নভেম্বর থেকে আসর শুরু করবে ত্রিপুরা। চন্ডিগড়ে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ চন্ডিগড়। ২৪ নভেম্বর দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ বিদর্ভ। ম্যাচটি হবে নাগপুরে, ১ ডিসেম্বর ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ গোয়া, ম্যাচটি হবে সেনগুইমে, ৮ ডিসেম্বর থেকে প্রতিপক্ষ মুম্বাই এবং ১৫ ডিসেম্বর থেকে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব। শেষ দুটি ম্যাচ ত্রিপুরা খেলবে আগরতলায়। প্রথম তিনটি ম্যাচের জন্য ঘোষিত রাজ্য দলের ক্রিকেটাররা হলো : দ্বীপজয় দেব (অধিনায়ক এবং উইকেট রক্ষক), দেবাংশু দত্ত (সহ অধিনায়ক এবং উইকেট রক্ষক) দীপঙ্কর ভাটনগর, প্রীতম দাস, শশীকান্ত বিন, অভিক পাল, প্রিয়াঙ মিত্র, সপ্তজিৎ দাস, আয়ুষ অনিল দেবনাথ, ধৃতিমান নন্দী, দেবজিৎ সাহা, শায়ন সাহা, সম্রাট বিশ্বাস, অর্কজিৎ রায়, রাকেশ রুদ্রপাল, বিশাল সিনহা, আজহারউদ্দিন আহম্মেদ, দ্বীপায়ন দাস, সুমিত যাদব, দেবতনু পাল, তন্ময় সরকার, আকাশ রায়। কোচ: ডি ভিনসেন্ট বিনয় কুমার, সহকারি কোচ: জয়ন্ত দেবনাথ, অনুপম দে, ট্রেণার উত্তম দে, ফিজিও রাজেশ কুমার মোদক এবং ভিডিও অ্যানালাইসিস্ট শুভেন্দু ভট্টাচার্য, ম্যানেজার কাম অবজারভার জয়দেব সাহা, লজিস্টিক ম্যানেজার নারায়ণ শীল। বাছাইকৃত খেলোয়ারদের ১১ নভেম্বর সকাল সাড়ে আটটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। রাজ্য দল চন্ডিগড়ের উদ্দেশ্যে ১৪ই নভেম্বর আগরতলা থেকে বিমানে রওয়ানা হবে।

রাজ্য স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। শুরু হলো রাজ্য স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিভিন্ন জেলার দাবাড়ুরা আগরতলা আসলে প্রথম রাউন্ডের খেলা শুরু হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার পর। এনিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ দেখায় বেশ কয়েকজন দাবাড়ু। রাজ্য স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায়। এন এস আর সি সি-র যোগা হলঘরে হচ্ছে আসর। বিকেল ৩ টায় আসরের উদ্বোধন হওয়ার কথা থাকলেও প্রায় ১ ঘন্টা পর শুরু হয় উদ্বোধন। ফলে প্রথম রাউন্ডের খেলা শুরু করতে দেরী হয়। আসরে অনূর্ধ-১৪ বালক বিভাগে ৩৫ জন দাবাড়ু অংশ নেয়। প্রত্যাশিতভাবেই মেহেকদ্বীপ গোপ, রাহুল রায়, শাক্য সিনহা মোদক, আয়ুষ সাহা সিদ্ধার্থ মজুমদার সহ নামিদামীরা প্রথম রাউন্ডে জয়লাভ করে। বালিকা বিভাগে অংশ নেয় ১৪ জন দাবাড়ু। শীর্ষ বাছাই আর্শিয়া দাস সহ সমৃদ্ধি ঘোষ, রাধিকা মজুমদার জয় পায় প্রথম রাউন্ডে। অনূর্ধ-১৭ বালক বিভাগে অংশ নেয় ৩৫ জন দাবাড়ু। তাতে অভিজ্ঞান ঘোষ, অগ্রজিৎ পাল, প্রীতম রবি দাস, পৃথ্বিরাজ সাহা, অভিজ্ঞান দাশগুপ্ত, রাজবীর কর জয় পায় প্রথম রাউন্ডে।

TTAADC Polytechnic Institute
WALK-IN-INTERVIEW

Date: 09/11/2023

A walk-in-interview for the engagement of Guest Lecturer(s) will be held at TTAADC Polytechnic Institute, Knumulwng, P.O. Radhapur, West Tripura on 14th November, 2023 (Tuesday). Interested candidates are hereby informed to report by 11:00AM positively at the office of the Institute. The engagement will be purely on temporary basis at remuneration (Honorarium) of Rs.500/- per class and maximum ceiling of Rs 20,000/- (Twenty Thousand) only per month per person for the academic session 2023-24.
Subjects for which Guest Lecturer(s) are required:
1) Electrical Engineering 2) Mechanical Engineering.
Eligibility Criteria:
For SL.01: Bachelor's Degree in Electrical Engineering/ Technology with First Class or equivalent.
For SL.02: Bachelor's Degree in Mechanical Engineering/ Technology with First Class or equivalent.
Candidates are requested to bring their original documents and self-attested photocopies of the same for further submission on that day positively, along-with an application in plain paper and a passport size photograph.
No TA/DA will be provided for attending the interview.

ICA/D-1238/23

Principal-in-Charge
TTAADC Polytechnic Institute
Kbhumulwng, Tripura

Press Notice Inviting e- Tender No. 04/Comdt.8thbntsr/PNIeT/2023-24 Dated, 84-11-2023.

The Commandant 8" Battalion TSR (IR-III), Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central and State Public Sector Undertaking/ Enterprise and eligible contractors/ firms/ agencies of appropriate class registered with P.W.D/TTAADC/MES/CPWD/Railway/other state P.W.D up to 03 P.M on 21.11.2023 for the following works.

Sl. No.	Name of works	Estimated cost	Earnest money	Time for completion	Last date and time for documents downloading and Bidding	Time and date of opening of technical bid	Document downloading and bidding at application	Class of bidder
01.	Construction of 1(one) Modest accommodation (size 30' x 15') full wall with brick pillar in/c. 5' front verandah with GCI sheet foofing attached toilet, tiles flooring and septic tank, etc at Kacharicherra post under 8th Bn TSR **[DNIT No.04/comdt8thbntsr/DNIT/ 2023-24(2nd call)]**	Rs.9,33,647/-	Rs. 18,673/-	90 (ninety) Days	1500 hrs on 21.11.2023	At 1700 hrs on 21.11.2023	https://tripuratenders.gov.in.	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x 7 until the time of bid closing, with option for re-submission, wherein only their latest submitted bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

For & on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C-3087/23

(Amarjit Debbarma)
Commandant
8th Battalion TSR (IR-III)
Lalcherra, Dhalai Tripura

PNie-T NO:- 32/EE-1/2023-24, Dated 08/11/2023

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (WW) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 29-41-2023 for 03 (Three) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-3081/23

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No.: 25/EE/PWD(R&B)/STB/2023-24 dated:- 01-11-2023

The Executive Engineer, PWD(R&B) Santirbazar Division, Santirbazar South Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender the following work:
Name of work:-
1) Providing and fitting fixing road furniture at different location under Santirbazar and Baikhora Sub- Division/SH:- Crash Barrier,cat eye & road marking with hot applied Thermoplastic compound etc at different roads under the jurisidiction of PWD(R&B)Santirbazar Division During the year 2023-2024.
Estimated Cost:- Rs. 13,99,457.00
Bid Fee: Rs. 1,000.00
Last date & time for online Bidding: 21-11-2023 up to 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For & on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-3076/23

(Er. Tapas Marak)
Executive Engineer, PWD(R&B)
Santirbazar Division, Santirbazar
South Tripura

অনূর্ধ-১৯ মহিলা টি-২০ : শেষ ম্যাচে হরিয়ানাতেও হার ত্রিপুরার

হরিয়ানা-২১৩/১ (২০)   ত্রিপুরা-৬৮/৮(২০)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। পরাজয় দিয়েই আসর শেষ করলো ত্রিপুরা। আসরে ৫ ম্যাচ খেলে ৪ টিতেই পরাজিত হলো ত্রিপুরা। অনূর্ধ-১৯ বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেটে। রাঁচির ঝাড়খন্ড ক্রিকেট সংস্থার ওভাল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ১৪৫ রানে, হরিয়ানার বিরুদ্ধে। হরিয়ানার গড়া ২১৩ রানের জবাবে ত্রিপুরা মাত্র ৬৮ রান করতে সক্ষম হয়। হরিযানার দলনায়িকা ত্রিবেণী বসিস্ট ৯৭ রান করার পাশাপাশি বল হাতে ২ উইকেট নিয়েছেন। আসরে ত্রিপুরা মাত্র অরুনাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। পরাজয়কে বড় করে দেখছেন না ত্রিপুরার কোচ শ্রাবণী দেবনাথ। বিশ্বাস করেন, রাজ্যদলের নবাগত ক্রিকেটারদের মনোবল বেড়েছে আসরের মধ্য দিয়ে। যা আগামীদিনে ওদের ভালো খেলতে সাহায্য করবে। বৃহস্পতিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ত্রিপুরার বোলারদের নির্বিশ বোলিংযের সামনে নির্ধারিত ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে বিশাল ২১৩ রান করে। দলের পক্ষে ত্রিবেণী ৬০ বল খেলে ১৭ টি বাউনডারির সাহায্যে ৯৭ রানে এবং তানিশা ওহোলাম ২৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে তানিস্কা শর্মা ৪০ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭০ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে রেশ্মি নোয়াতিয়া ৮ রানে ১টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে বিশাল রানের নীচে চাপা পড়ে যায় ত্রিপুরা। নির্ধারিত ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা ৬৮ রান করতে সক্ষম হয়। রাজ্যদলের পক্ষে দলনায়িকা রূপালী দাস ৫৭ বল খেলে ১ টি বাউনডারির সাহায্যে ১৭, রেশ্মি নোয়াতিয়া ৯ বল খেলে ৩ টি বাউনডারির সাহায্যে ১৪, অশ্মিতা দাস ৯ বল খেলে ২ টি বাউনডারির সাহায্যে ১০ এবং প্রীয়া সরকার ১০ বল খেলে ২ টি বাউনডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। হরিয়ানার পক্ষে করিণা জাংরা ১৫ রান দিয়ে ৩ টি এবং ত্রিবেণী বসিস্ট ১৫ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন।

অনূর্ধ ১৯ মহিলা জাতীয় টি-২০ : ই-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
হরিয়ানা	৫	৪	১	০	১.৬২৬	১২
উ: প্রদেশ	৫	৪	১	০	২.৩৬৮	১৬
তামিলনাড়ু	৫	৪	১	০	২.২০০	১৬
হায়দ্রাবাদ	৫	২	৩	০	-০.০৯৫	৮
ত্রিপুরা	৫	১	৪	০	-৩.৫৪৯	৪
অরুণাচল	৫	০	৫	০	-৪.২৬৯	০

অনূর্ধ-২৩ ক্রিকেটের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরাকে হারিয়ে অপরাজেয় মুম্বাই

ত্রিপুরা-১০৪(২৯.৫)   মুম্বাই-১০৬/২(১৫.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। মুম্বাইয়ে ধরাশায়ী ত্রিপুরা। মরশুমে জঘন্য পারফরম্যান্স করলেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। বুঝিয়ে দিলেন ৫০ ওভার ব্যাট করার ক্ষমতা নেই আনন্দ ভৌমিকদের। প্রায় প্রতি ম্যাচেই নির্ধারিত ওভারে উইকেটে টিকে থাকার মানসিকতা দেখাতে পারেননি সেন্টু সরকার-রা। বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যাট করলেন মাত্র ২৯.৫ ওভার। গুটিয়ে গেলো ১০৪ রানে। শুধু ব্যাটসম্যান-রা নন, এদিন বোলাররাও জঘন্য বল করেচেন। ত্রিপুরার গড়া রান অতিক্রম করতে মুম্বাইয়ের লেগেছে ১৫.৪ ওভার। সুলতানপুরের গুরগ্রাম ক্রিকেট মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মুম্বাই জয়লাভ করে ৮ উইকেটে। গ্রুপে ৬ ম্যাচ কেলে সবকটিতে জয় পেয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের রাউন্ডে গেলো মুম্বাই। অপরদিকে সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার পয়েন্ট ৪। শক্তিশালী মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত, তা আগেই জানা ছিলো। দেখার ছিলো কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারে। কার্যত এর ছিটেফোটাও দেখা যায়নি। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ত্রিপুরা মাত্র ১০৪ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ওপেনার ঋতুরাজ ঘোষ রায় ৬৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ১১ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪, সেন্টু সরকার ৩৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং শচীন শর্মা ১৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। মুম্বাইয়ের পক্ষে অথর্ব বিনোদ আনকোলকর ২৫ রান দিয়ে ৪ টি এবং রাকেশ সর্দার ২০ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে মুম্বাই ১৫.৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দিব্যাংশ ৪৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ রানে এবং অথর্ব বিনোদ আনকোলকর ১১বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে অংক্রিশ রঘুবংশী ২৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ১১ রান দিয়ে এবং অমিত আলি ৩৬ রান দিয়ে ১ টি করে উইকেট পেয়েছেন। গ্রুপের অপর খেলায় উড়িষ্যা ৩ উইকেটে গোয়াকে এবং গুজরাট ৭ উইকেটে মনিপুরকে পরাজিত করেছে।

অনূর্ধ ২৩ পুরুষদের জাতীয় ক্রিকেট : ই-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
মুম্বাই	৬	৬	০	০	৩.৩৭৫	২৪
গুজরাট	৬	৪	২	০	০.৭৯২	১৬
ওড়িশা	৬	৪	২	০	০.০২৯	১৬
ছত্তিশগড়	৬	৩	৩	০	০.৩৩৬	১২
গোয়া	৬	২	৪	০	-০.৪৭৯	৮
ত্রিপুরা	৬	১	৫	০	-১.৭৫৯	৪
মনিপুর	৬	১	৫	০	-২.২৮৩	৪

এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে দেশের হয়ে ত্রিপুরার বিপ্লবেরও পদক জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। ত্রিপুরার অ্যাথলেটের হাত ধরে আরও একটি পদক পেলো ভারত। এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে। ফিলিপাইন্সের টারল্যাকের ক্যাপাসে, নিউ ক্লার্ক সিটিতে বুধবার থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক এই অ্যাথলেটিক্স আসর শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক এই আসর থেকে প্রথম দিনেই একটি স্বর্ণ ও দুটি রৌপ্য পদক দেশকে উপহার দেওয়ার পর আজ দ্বিতীয় দিনে আরেকটি পদক এলো ভারতের ঝুলিতে। পুরুষ বিভাগে ৩৫ থেকে ৩৯ বছর গ্রুপে ৩০০০ মিটার ট্রিপল চেজে ত্রিপুরার বিপ্লব মজুমদার তৃতীয় স্থান দখল করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

উল্লেখ্য বুধবার ফিলিপাইন্সের ক্যাপাসে নিউক্লার্ক সিটিতে প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে ত্রিপুরার মিতালী দেবনাথ মহিলাদের ৫০ থেকে ৫৪ বছর গ্রুপে ১৫০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক এবং ৮০০ মিটার দৌড়ে রৌপ্য পদক জিতে দেশের সঙ্গে ত্রিপুরার নামও উজ্জ্বল করেছেন।

এছাড়া, রাজ্যের অপর এক লেট অর্চনা বণিক ৫০ থেকে ৫৪ বছর বয়স গ্রুপে মহিলা বিভাগে লং জাম্পে রৌপ্য পদক জিতেছেন। উল্লেখ্য, প্রথম দিনের প্রতিযোগিতায় ৩৫ থেকে ৪০ বছর বয়স গ্রুপে মহিলা বিভাগে মমতা নাথ লং জাম্পে পঞ্চম স্থান, লাকি রায় ৮০০ মিটার দৌড়ে চতুর্থ স্থান, ৫০ থেকে ৫৪ বছর গ্রুপে পুরুষ বিভাগে তপন শীল লং জ্যাম্পে সপ্তম স্থান, ৬০ থেকে ৬৪ বছর বয়স গ্রুপে মহিলা বিভাগে জবা পাল দত্ত লং জাম্পে পঞ্চম এবং কবিতা দাস ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছেন।

পদক জয় না হলেও তাদের এই সাফল্য অনেকটা প্রত্যাশার বাতাবরণ তৈরি করেছে। বলা বাহুল্য ১২ নভেম্বর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অবশিষ্ট দিনগুলোতে ত্রিপুরার অ্যাথলেটরা ভারতের হয়ে আরও পদক জয় করবেন বলে আশাবাদী।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নাগিছড়া ফিস ট্রানশিপমেন্ট ইয়ার্ড পরিদর্শন করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। অবশেষে নড়েচড়ে বসলেন পৌরনিগমের মেয়র। নাগিছড়া ফিস ট্রানশিপমেন্ট ইয়ার্ডের অরাজকতা বন্ধ করতে মাঠে নামলেন তিনি। শহরে যানজট মুক্ত করতে আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে নাগিছড়ায় নাগিছড়া ফিস ট্রানশিপমেন্ট ইয়ার্ডের উদ্বোধন হয়েছিল। মূলত শহরের যানজট এড়াতে এবং বাজারগুলিতে দীর্ঘ সময় ধরে দাড়িয়ে থাকা বহিঃরাজ্য থেকে মাছের গাড়ি থেকে আবর্জনা এবং দুর্গন্ধ এড়াতে এই ফিস ট্রানশিপমেন্ট ইয়ার্ডটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এই ইয়ার্ডে বহিঃরাজ্য থেকে মাছ নিয়ে আসা লরিগুলি দাঁড়ানোর পাশাপাশি চালকদের জন্যও রাখার সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। এই ইয়ার্ড থেকেই ছোট গাড়ি করে বাজারগুলিতে পৌঁছে যাবে মাছ।ইয়ার্ডটি চালু হওয়ার পর থেকে বিধি নিষেধও আরোপ করা হয়। প্রত্যেক লরি থেকে বেআইনিভাবে পাঁচ হাজার টাকা করে তোল্লা আদায় করার অভিযোগ উঠেছিল। তারপর মাছ বোঝাই গাড়ি সেখানে প্রবেশ করা বন্ধ করে দেয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার পুনরায় পরিদর্শনে যান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। মাছের ইয়ার্ডটি পরিদর্শন করার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সাথে কথাবার্তা বলেন। সমস্যা গুলি সম্পর্কে অবগত হন।পরে মেয়র দীপক মজুমদার জানান ব্যবসায়ীদের কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন কিছুদিন আগে মহারাজগঞ্জ ও বটতলা মাছ ব্যবসায়ীদের পক্ষে আবেদন জানানো হয় দুর্গাপূজার দশমীর জন্য মাছের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বাজারে বড় গাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে নিগম। কিন্তু এরপর থেকে একইভাবে চলছে এই বিষয়টি। মান্যতা দেওয়া হয়নি সরকারী সিদ্ধান্ত এবং পুর নিগমের নির্দেশকে। নতুন ব্যবস্থাপনায় কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা এমনও অভিযোগ মিলেছে। তাই ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা যাবে।

৩৪০ টি গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি ট্রাক আটক ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছুদিন ধরেই গ্যাস সিলিন্ডার চুরির ঘটনা ঘটছে। অবশেষে বৃহস্পতিবার চুরি করে নিয়ে যাওয়া গ্যাস সিলিন্ডারসহ একটি গাড়ি আটক করা সম্ভব হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে ঢুপিরবন্দ, রামনগর, উত্তাখালী এলাকাজুড়ে গাড়ি ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার থেকে সিলিন্ডার চুরি হওয়ার ঘটনা ঘটে চলছিল। তা নিয়ে অনেক মামলা মোকদ্দমা হলেও চুরির ঘটনা অব্যাহত ছিল। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোররাতে ধর্মনগর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঢুপিরবন্দ এলাকায় সিলিন্ডার চুরির সময় অভিযানে নামে। সেখান থেকে ইন্ডিয়ান ওয়েলের একটি ছয় চাকার গাড়ি যার মধ্যে ৩৪০টি ভর্তি সিলিন্ডার ছিল, গাড়ির নম্বর টিআর০৫-এফ ১৭৮৩ এবং একই এলাকা থেকে একটি খালি সিলিন্ডার ভর্তি অটো টি আর ০৫ ডি ১৭৫৩ উদ্ধার করা হয়।ছোট অটো গাড়িটির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ট্রাকের চালক নাসির এবং সহচালক অশোক দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। সিলিন্ডার ভর্তি গাড়ি এবং খালি সিলিন্ডার ভর্তি অটোটিকে ধর্মনগর থানার পুলিশ ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসে।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ সাহা জানান এখনো তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে এবং বড় গাড়ির চালক ও সহচালককে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। তারপর ফুড এবং সিভিল সার্ভিসের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তারা সম্পূর্ণ ঘটনাটি তদন্ত করে শেষ হওয়ার পর পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তাছাড়া ট্রাক গাড়ি থেকে এএস ২৫সি ৯২০৭ নম্বরের অপর একটি নাম্বার প্লেট উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গেছে কিছু সংখ্যক এলাকাবাসীর সহায়তায় এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এভাবে ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডারের পরিবর্তে খালি গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে পূর্ণ করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সির মালিকরা গাড়ির মধ্যে ভর্তি সিলিন্ডারের পরিবর্তে ভর্তি সিলিন্ডারের পাশাপাশি বেশ কিছু খালি সিলিন্ডার এইভাবেই পেয়ে যাচ্ছে। তা নিয়ে দপ্তরের কাছে অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সি থেকে উঠে এসেছে। কিন্তু কোথায় কিভাবে দিনের পর দিন গাড়ি ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ভর্তি সিলিন্ডারের পরিবর্তে খালি সিলিন্ডার দিয়ে পূর্ণ হচ্ছে তা নিয়ে প্রশাসন তৎপর ছিল, নেপথ্যে কি রয়েছে তা ধরার জন্য।

বিপিআই ইটভাট্টায় শ্রমিক খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। জিরানিয়ায় এক শ্রমিক খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জিরানিয়া মহকুমা মাধববাড়ি স্থিত বিপিআই ইটভাট্টায় এক শ্রমিকের হাতে খুন হলো অপর এক শ্রমিক বলে অভিযোগ। পুলিশ অভিযুক্ত শ্রমিক বিপাইয়া কারোরকে গ্রেফতার করেছে।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার চন্দ্র পাল ওড়াগের মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে খুন করেছে অভিযুক্ত শ্রমিক। তারপর অন্যান্য শ্রমিকরা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তবে কি কারনে এই ঘটনা সেটা বুঝে উঠতে পারছে না অন্যান্য শ্রমিকরা। মৃত শ্রমিকের বাড়ি ঝাড়খন্ডে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সমবায় দপ্তরের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। ব্লাড ব্যাংক গুলির মধ্যে সৃষ্টি হয়ে আছে রক্তের চরম সংকট। সংকট বন্ধ করে রক্তের জোগান দিতে বৃহস্পতিবার ৭০ তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্যালেস কম্পাউন্ড স্থিত সমবায় দপ্তরে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

সমবায় দপ্তর, ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন এবং সমবায় সমিতি সমূহের যৌথ উদ্যোগে হয় রক্তদান শিবির।শিবিরের উদ্বোধন করেন দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। উপস্থিত ছিলেন মার্ক ফেডের চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব সহ দপ্তরের আধিকারিকেরা।

২০১৮ সালের পর রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের বিগত দিনের মানসিকতায় পরিবর্তন এসেছে। ২০১৮ —র আগে সরকারী দপ্তর গুলিতে কাজের পরিবর্তে দলের নামে চাঁদা সংগ্রহ হত। মিছিলে যাওয়ার জন্য কর্মচারীরা অফিসে যেতেন। নতুন সরকারের কাছে কোন চাপ নেই। চাঁদা দিতে হয় না। এখন রক্তদানে এগিয়ে আসছেন তারা। সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা এবং মৌলিক অধিকার গুলির আরো কার্যকর হবে বলে জানান মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। এদিন প্রায় ৫০ জন রক্তদান করেছেন।

নবনিযুক্ত টিএসআর জওয়ানেদর প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ নভেম্বর।। ৬৬ সপ্তাহ ধরে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন নবনিযুক্ত টিএসআর জওয়ানরা। মোট চারটি সেন্টারে ১৪১২ জন জওয়ান প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এর মধ্যে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৩৩১ জন। এরমধ্যে মহিলা জওয়ান রয়েছে ১৩৭ জন। কচুছড়া সি টি আই সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৩৭৫ জন। দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের হেডকোয়ার্টারে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৪৭৬ জন। জম্পুইজলার সপ্তম বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ২৩০ জন। পাসিং আউট অনুষ্ঠানটি হয় সপ্তম বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে।বৃহস্পতিবার সপ্তম বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত টিএসআর জওয়ানদের পাসিং আউট কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ অমিতাভ রঞ্জন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সপ্তম বাহিনীর কমান্ডেন্ট অনির্বাণ ধর চৌধুরী। নব নিযুক্ত জওয়ানদের সুসজ্জিত প্যারেড এবং বিভিন্ন শারীরিক কসরত সকল দর্শক এবং অতিথিদের নজর কাড়ে। পাসিং আউট অনুষ্ঠান উপভোগ করতে নমনী জওয়ানদের পরিবার পরিজনদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। জম্পুইজলায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২৩০ জন জওয়ানের মধ্যে স্নাতকোত্তর ২ জন। স্নাতক ১২২ জন। প্রকৌশলী ১ জন। দ্বাদশ উত্তীর্ণ ৮৩ জন। মাধ্যমিক পাশ ১৯ জন এবং অষ্টম পাশ ৩ জন রয়েছে। ২০২২ সালের ৫ মে থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্ব সামলান বাহিনীর কমান্ডেন্ট অনির্বান ধর চৌধুরী, ডেপুটি কমান্ডেন্ট রাজদীপ দেব, এসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট হেমন্ত দেববর্মা, মেজর মনোজ পান্ডে, ট্রেনিং বি এইস এম বিপুল দেব প্রমুখ। প্রধান অতিথি ডিজিপি অমিতাভ রঞ্জন বলেন টিএসআর বাহিনীর গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। সারা দেশে বিভিন্ন নির্বাচন এবং ইভেন্টে নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলিয়ে সুনাম অর্জন করেছে। আপনারা আজ কঠিন দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন। টিএসআর বাহিনীর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব আপনাদের পালন করতে হবে। রাজ্যে জঙ্গি মোকাবিলায় এই টিএসআর জওয়ানদের বড়ো ভূমিকা ছিল। জঙ্গি মোকাবিলা ছাড়াও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সদা নিয়োজিত টিএসআর জওয়ানরা। এছাড়া রক্তদান, স্বাস্থ্য শিবির, স্বচ্ছতা অভিযান সহ নানা মানব সেবামূলক কাজ করেছে টিএসআর।

সাংবাদিকসম্মেলনে ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ নভেম্বর।। গ্রিন ধর্মনগর ক্লিন ধর্মনগর লাভ ধর্মনগর এই বার্তাকে সামনে রেখেই দীপাবলীর উৎসবে সবাই মেতে উঠুক। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকার।

এদিন তিনি ধর্মনগর পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকার রাজ্যবাসী এবং ধর্মনগর পুরোপুরিষদের জনগণকে শুভ দীপাবলীর আগাম শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন উ তিনি বলেন, সবার জীবনে মায়ের আশীর্বাদ নেমে আসুক দীপাবলিতে সবাই যাতে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে এবং ধর্মনগর পুর পরিষদের যে স্লোগান রয়েছে প্লাস্টিক বিহীন ধর্মনগর তা বজায় রাখতে।

তাছাড়া তিনি বলেন, সহায়ক দলের মোট ২৫ টি দল ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন এলাকায় তারা স্টল খুলে বসেছে তাদের কাছ থেকে মাটির প্রদীপ মোমবাতি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রয় করে তাদের কে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে, প্রত্যেক বছরই ধর্মনগর পুর পরিষদের জনগণ তাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনে থাকেন এবারো যাতে তাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনেন তার জন্য তিনি আবেদন জানান উ

গ্রিন ধর্মনগর ক্লিন ধর্মনগর লাভ ধর্মনগর এই বার্তাকে সামনে রেখেই দীপাবলীর উৎসবে সবাই মেতে উঠুক বলে আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

লিগ্যাল সার্ভিসেস ডে পালিত ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমায় বৃহস্পতিবার জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে লিগ্যাল সার্ভিসেস ডে উপলক্ষে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে যুবরাজনগর ব্লকের অধীন বালিধুম এডিসি ভিলেজে। রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট রমেন্দ্র দেবনাথ। তিনি আইন সেবা কমিটির বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন।

লিগাল সার্ভিসের মাধ্যমে উপজাতি অংশের জনগণ কেমন করে আইনের সাহায্য পেয়ে থাকেন, আইনগত কোন সমস্যা সমাধানে যেন জেলা আইনসভা কমিটি অফিসে অবশ্যই যোগাযোগ করেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনুষ্ঠানে উপজাতিদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পি এল ভি চিরঞ্জিত মালাকার। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন আগামী দিনগুলিতেও এ ধরনের আইনি সচেতনতা শিবির বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত করা হবে। আইনে অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এসএসসির সব মামলার শুনানি হাই কোর্টে ফেরাল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টে বিচারের অপেক্ষায় থাকা এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত মামলার শুনানি এবার হবে কলকাতা হাই কোর্টে। এসএসসি বা স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষায় একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির সহকারী শিক্ষকের নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে অনেকগুলি মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। এর মধ্যে নিয়োগে অনিয়মের পাশাপাশি ওএমআর শিট প্রকাশ-সহ নানা বিষয়ে মামলা করা হয়েছে।

দুর্নীতি সংক্রান্ত ওই মামলায় কলকাতা হাই কোর্ট যে চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল, তাতেও স্থগিতাদেশ দেয় শীর্ষ আদালত। তারা জানিয়েছিল, সবক'টি মামলা আলাদা করে শুনানি হবে। যদিও কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। প্রতিবারই শুনানি পিছিয়ে যেতে থাকে নতুন নতুন তারিখে। মামলাগুলির শুনানিতে ক্রমাগত দেরি হচ্ছে বলে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন মামলাকারীরা। সম্প্রতি আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বেঞ্চকে অনুরোধ করেন, বিশেষ একটি মামলার শুনানি যেন আর না পিছোনো হয়।

এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার এই মামলা সংক্রান্ত শুনানি হয় শীর্ষ আদালতে। সেখানেই সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ সিদ্ধান্ত নেয় মামলাগুলি হাই কোর্টে ফোরানোর। তবে একই সঙ্গে এই মামলার তদন্তকারী কেন্দ্রীয় সংস্থাকেও তদন্তের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে তারা। বেঞ্চ বলেছে, সিবিআইকে এই তদন্ত শেষ করতে হবে দু'মাসের মধ্যে। বৃহস্পতিবার সেই মামলারই শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চে।

স্পন্দন সমাজিক সংস্থার সচেতনতামূলক শিবির

আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। পরিবেশ দূষণে বাজির ফাটানোর কুপ্রভাব নিয়ে বোধজং এইচ.এস স্কুলে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরের আয়োজনে ত্রিপুরা পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সহায়তা প্রদান করেন। মনোজ্ঞ এই সচেতনতা মূলক শিবিরের উদ্বোধনী ভাষণে স্পন্দন সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্য্য বলেন শব্দ বাজি শুধু পরিবেশ দূষণই করে না মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতিটি অঙ্গের উপরে এর কুফল আছে। তাছাড়া শব্দ দূষণ প্রকৃতির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকেও বিঘ্নিত করে থাকে। স্পন্দনের সদস্য শ্রীমতি সুতপা ভট্টাচার্য্য প্রতিটি ছাত্রকে শপথ বাক্য পাঠ করান এই বলে যে দীপাবলিতে ওরা বাজি কিনবেও না, ফাটাবেও না। ডঃ সমরজিৎ ভট্টাচার্যের শব্দ দূষণের ব্যাপারে মূল্যবান তথ্য ছাত্রদের মধ্যে প্রভূত আকর্ষণ ও আগ্রহের সৃষ্টি করে। পরিশেষে স্পন্দন সামাজিক সংস্থার সদস্যদের দ্বারা মঞ্চস্থ করা হয় নাটকআর নয় আতশবাজিবার প্রশংসা কেড়ে নিয়েছে।পরিবেশ দূষণের উপর ছাত্রদের নিজস্ব মতামতকে বক্তব্যের আকারে প্রকাশ করার পর ওদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য স্পন্দন সমাজিক সংস্থার তরফ থেকে ওদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

কাঁকসায় বন্ধ কারখানায় সশস্ত্র ডাকাতি

দুর্গাপুর, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : ফের বন্ধ কারখানায় সশস্ত্র ডাকাতি। নিরাপত্তারক্ষীদের গাছে বেঁধে, সিসিটিভি ভেঙে বন্ধ কারখানায় কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রাংশ নিয়ে চম্পট দিল দুস্কৃতীদের দল। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর চাঞ্চল্য ছড়াল কাঁকসা জঙ্গলমহলে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ঘটনায় জানা গেছে, কাঁকসার সুন্দিয়াড়া এলাকায় রয়েছে বন্ধ কারখানাটি। একসময় ঠান্ডা পানীয় তৈরী হত। বছর কয়েক আগে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার রাত ১ টা নাগাদ ২৫ জনের একটি দুস্কৃতী দল হানা দেয় বলে অভিযোগ। সিড়ি দিয়ে কারখানার ভেতর ঢোকে। তারপর ভেতরে বেশ কয়েকটি সিসিটিভি এবং কারখানার ভেতর বেশ কয়েকটি সিসিটিভি নষ্ট করে দেয়। কারখানা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, দুস্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে কর্মরত একজন বন্দুকধারী সহ ৩ নিরাপত্তারক্ষীকে গাছে বেঁধে রাখে। তাদের মারধোর করা হয়। তারপর লুটপাঠ চালায়। ১০টি জেনারেটর, ৪টি হেভি মোটর, বেশ কিছু পাইপ সহ প্রায় ২লক্ষ টাকার সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় ডাকাত দল।

এখন থেকে বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু সায়েন্সে

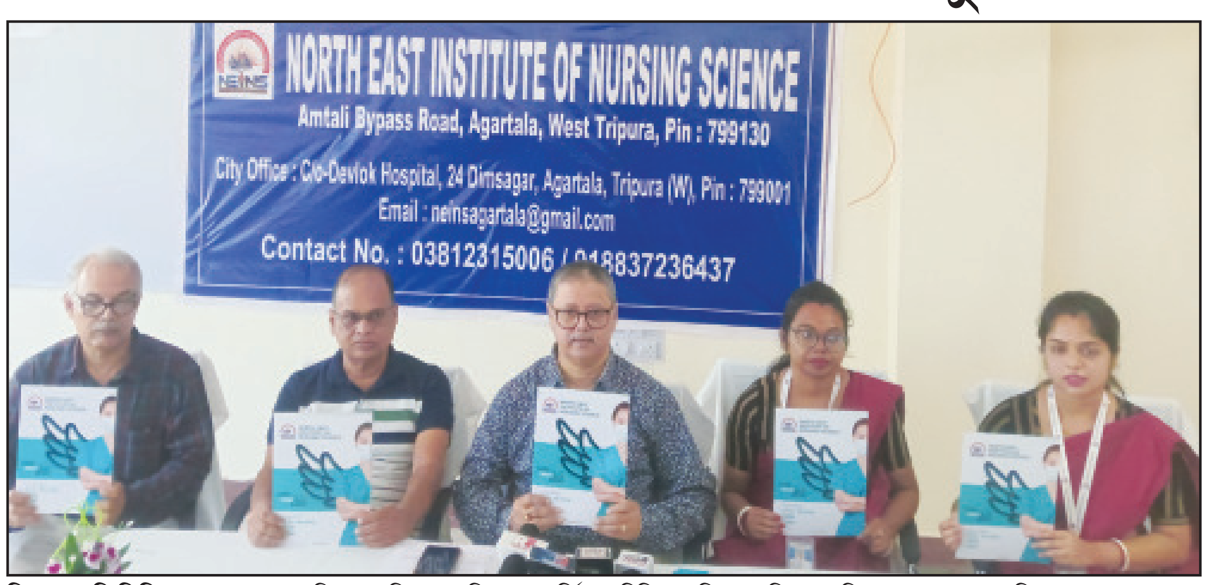

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯নভেম্বর।। নর্থ ইস্ট ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সাইন্স - এবার থেকে বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু করল তাদের ক্যাম্পাসে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া। চলবে আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত। বিস্তারিত জানাতে গিয়ে চেয়ারম্যান ডাঃ পার্থ প্রতিম সাহা জানিয়েছেন, আমতলী, বাইপাসস্থিত নর্থ ইস্ট ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সাইন্স ২০১৮ সাল থেকে ত্রিপুরা সরকারের চিকিৎসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিল এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের অনুমোদনে জিএনএম এবং এএনএম এর কোর্সে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করছেন তাদের ইনস্টিটিউশনে। তবে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে তারা তাদের ক্যাম্পাসকে আরো প্রসস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবারে এএনএম, জিএনএম এর পাশাপাশি বিএসসি নার্সিং কোর্স শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছেন তারা। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা সরকারের চিকিৎসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিল এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল এই বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছেন।

তিনি আরো জানান, এই অনুমোদনের পরেই এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই ইনস্টিটিউশন বিএসসি নার্সিং এর জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এছাড়াও এবার প্রথম বর্ষ তাই এসটি, এসসি অথবা আর্থিকভাবে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা। এছাড়াও থাকবে বৃত্তির ব্যবস্থা। থাকছে হোস্টেলের সুবন্দোবস্ত।

তবে হোস্টেলের জন্য অতিরিক্ত ৬০০০ টাকা প্রতিমাসে দিতে হবে ছাত্রছাত্রীদের। বিএসসি নার্সিং এ ৪০টি আসন সংখ্যা নিয়ে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই নতুন কোর্স চালু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডাঃ পার্থ প্রতিম সাহা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সিইও সুব্রত সোম, ইনস্টিটিউশন ম্যানেজম্যান্টের সদস্য সুব্রত সেন সহ অনান্যরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।